যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার জন্য নেতৃত্ব গঠন সিরিজ থেকে:

Reach Out
YOUTH SOLUTIONS

দ্বিতীয় বই

জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শন

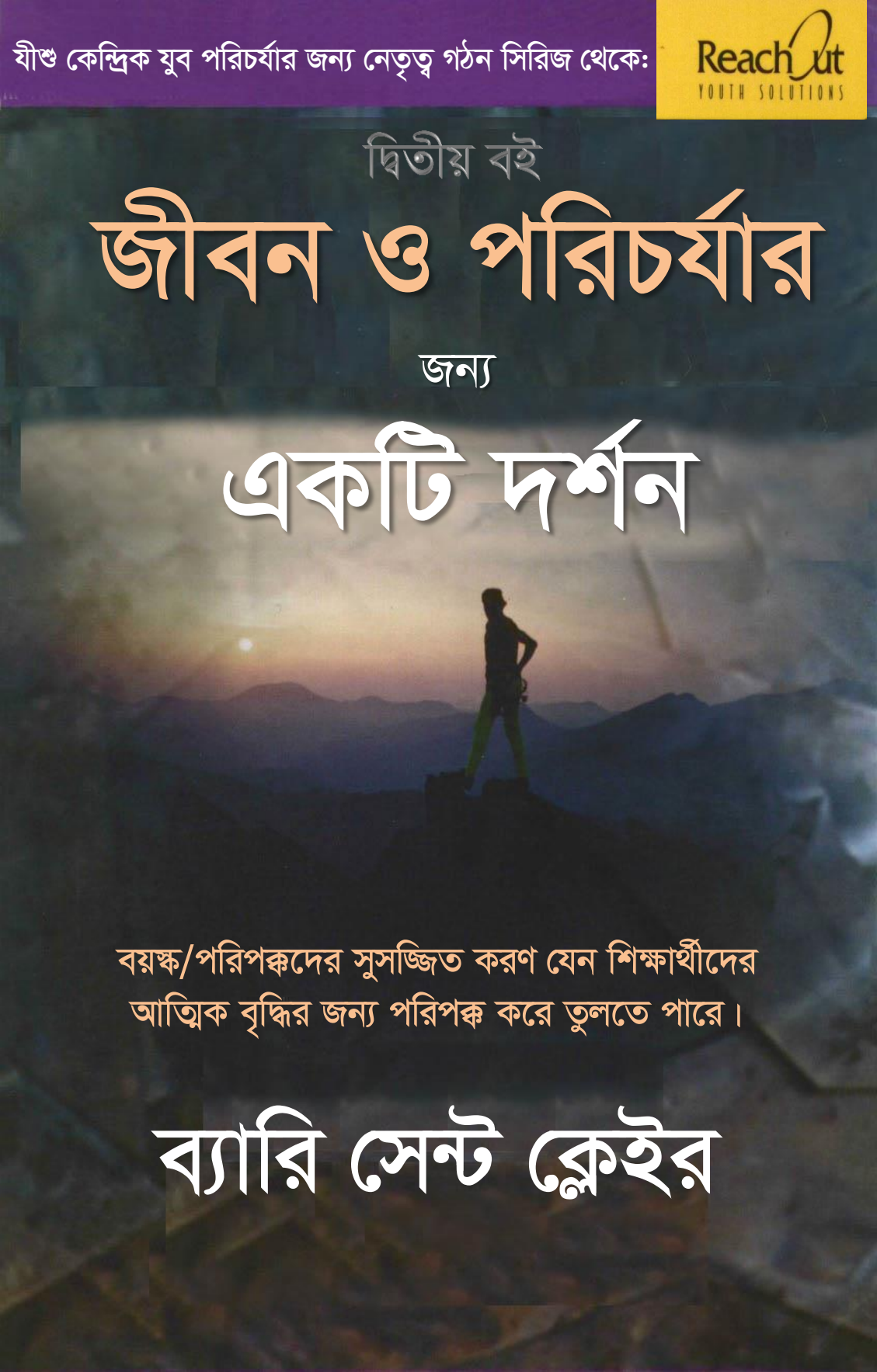

বয়স্ক/পরিপক্কদের সুসজ্জিত করণ যেন শিক্ষার্থীদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য পরিপক্ক করে তুলতে পারে।

ব্যারি সেন্ট ক্লেইর

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার জন্য নেতৃত্ব গঠন সিরিজ থেকে:

জীবন ও পরিচর্যার

জন্য

একটি দর্শন

বয়স্ক/পরিপক্কদের সুসজ্জিত করণ যেন শিক্ষার্থীদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য পরিপক্ক করে তুলতে পারে।

ব্যারি সেন্ট ক্লেইর

সেই সব পুরুষ ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যারা আমার নেতৃত্বকে গঠন করতে আমার জীবনে তারা বিনিয়োগ করেছেন:

হাওয়ার্ড ও কিটি সেইন্ট ক্লেইর, আমার বাবা ও মা, যারা আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে আমার সম্ভবময় সীমানার পেড়িয়ে সামনে অগ্রসর হতে এবং যতবার আমি তা করতে চেষ্টা করেছি, ততবারই সহযোগীতা করেছেন।

বাডি ও বেভ প্রাইস্, আমার শ্যালক-শ্যালিকা, যারা ক্রমাগতভাবে নিঃশর্ত ভালোবাসা ও দাসত্ব মনোভাবের আদর্শ দেখিয়েছেন।

ম্যাল ও ওয়ান্ডা ম্যাকুসুয়াইন, আমার যুব জীবনের নেতাগণ এবং বন্ধু, যারা আমাকে শিখিয়েছে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণের জন্য সাধারণ ধারণা এবং যুব পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি।

ম্যাক ক্রেন শ, খ্রীষ্টের জন্য ক্যাম্পাসে ধর্ম যুদ্ধের সময়ে আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক পরিচালক, যিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রেম ও পবিত্র আত্মার শক্তিতে সাক্ষ্য বহন করা যায়।

ফাইন্ডলি এজ, আমার অধ্যাপক, যিনি মণ্ডলী সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করতে অনুমতি দিয়েছেন।

কেন ক্যাফিন, উত্তর আমেরিকা মিশন বোর্ডের আমার নেতা যিনি আমাকে কল্পনা করতে ও দর্শনের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

চাক মিলার, যুব পরিচর্যায় আমার পুরানো সহচর, যিনি আমাকে যুব পরিচর্যার নীতিমালা শিখিয়েছেন।

জ্যাক টেইলর এবং পিটার লর্ড, আমার "পালক" যিনি আমাকে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আহ্বান করছেন।

ক্যারল, আমার ২৮ বছরের স্ত্রী, যে তার জীবনে ও মরণে যীশুকেই কেন্দ্র হিসেবে রেখেছেন।

জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শন

আইএসবিএন: ৯৭৮১৬১০৪৭২৫০০

প্রকাশিত হয়েছে নভোইঙ্ক দ্বারা- www.novoink.com

© ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ ব্যারি ক্লেইর দ্বারা

১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে রিচ আউট ইউথ সল্যুশনের দ্বারা, ১৯৯১ সালে
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বাংলা সংস্করণে প্রতিটি বাংলা বাইবেলের উদ্ধৃতি- বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত- কেরি ভার্সন (সাধু ভাষা) থেকে নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস লাইব্রেরীর ক্যাটালগ নম্বর:

আইএসবিএন: ১-৯৩১৬১৭-০২-৩

মুদ্রিত হয়েছে ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ বছর/মুদ্রণ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় যাপন নোটবইটি সন্নিবেশ পুনরুৎপাদন বা ব্যক্তিগত অথবা ক্লাশে ব্যবহারের জন্য হতে পারে। এই বইয়ের আর কোন অংশ বিনা অনুমতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না, শুধুমাত্র বইয়ে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং সমালোচনামূলক পর্যালোচনার জন্য হতে পারে। বিস্তারিত জানতে, রিচ আউট ইউথ সল্যুশনের কাছে লিখুন এই ঠিকানায়: info@reach-out.org

আমাদের ওয়েবসাইট বিচরণ করতে পারেন: www.reach-out.org অথবা কল করতে পারেন: ৪৭৩-৯৪৫৬

সূচীপত্র

জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শন

সূচনা ... ... > iii

সেশন ১ ... ... > ১
প্রার্থনার একটি অর্ধ দিবস (দলীয় প্রকল্প)

সেশন ২ ... ... > ৩
একটি যীশু কেন্দ্রিক কৌশল উন্নয়ন

সেশন ৩ ... ... > ৯
যীশুকেই প্রভু গঠন, খণ্ড ১

সেশন ৪ ... ... > ১৩
যীশুকেই প্রভু গঠন, খণ্ড ২

সেশন ৫ ... ... > ১৭
একজন পরিচালক হওয়া, খণ্ড ১

সেশন ৬ ... ... > ২১
একজন পরিচালক হওয়া, খণ্ড ২

সেশন ৭ ... ... > ২৫
শিক্ষার্থীদের পরিপক্কতার দিকে পরিচালিত করা, খণ্ড ১

সেশন ৮ ... ... > ৩১
শিক্ষার্থীদের পরিপক্কতার দিকে পরিচালিত করা, খণ্ড ২

সেশন ৯ ... ... > ৩৭
শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ, খণ্ড ১

সেশন ১০ ... ... > ৪১
শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ, খণ্ড ২

সেশন ১১ ... ... > ৪৬
শিক্ষার্থীদের কাছে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করা

সেশন ১২ ... ... > ৫০
সমস্ত কিছু একসঙ্গে আনা

আলোচনার নির্দেশিকা ... ... > ৫৪

সূচনা

এই সিরিজ বইগুলি সাজানো হয়েছে নেতৃবৃন্দের তিনটি দিকে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করতে:

১. যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য - *যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত পথ চলা* বইটি,

২. আমাদের জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শনের জন্য- *জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শন* বইটি,

৩. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে আমাদের দক্ষতার জন্য- *শিক্ষার্থীদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি* বইটির

এই তিনটি বই সহজেই আপনার মণ্ডলীর ক্যালেন্ডারে যুক্ত করতে পারেন। প্রতিটি বই আমাদের জন্য সাজানো হয়েছে ১২ সপ্তাহের একটি পিরিয়ডের জন্য যাতে রয়েছে ১১টি সেশন আলোচনার জন্য এবং একটি দলীয় অভিজ্ঞতা।

যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত পথ চলা বইটি আত্মিকভাবে বৃদ্ধির বিষয়ে আলোকপাত করে। আমরা অনুসন্ধান করে পেয়েছি যে কিভাবে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাঝে আস্থা লাভ করার উপায়, আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে চরিত্র গঠনে বৃদ্ধি লাভ, আত্মায় প্রতিদিন পথ চলা, এবং বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা ও শাস্ত্রাংশ মুখস্ত করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করার উপায়।

জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শন শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা কাজের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে। আমরা শিখেছি যীশু কেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে বৃদ্ধি পেতে যার মাধ্যমে নেতৃত্ব দল গঠনে, শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণের মাধ্যমে পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর করতে, শিক্ষার্থীদের সমাজে প্রবেশ, এবং শিক্ষার্থীদের সচল করতে যাতে তারা তাদের বন্ধুদের কাছে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে পরিণত হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি - ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আমরা আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করি আমাদের যুব পরিচর্যার জন্য যেমন আমাদের জীবন ও পরিচর্যার জন্য দর্শন, আমাদের সময়ের ব্যবস্থাপনা, আমাদের আধ্যাত্মিক উপহার সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তা ব্যবহার করা, শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করা এবং তাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করা, শিষ্য দল পরিচালনা করা, শিক্ষার্থীদের উপদেশ প্রদান এবং বাবা-মা ও মণ্ডলীর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

যেমনিভাবে আমরা এই বইগুলি পড়ব আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পারব যে এতে উভয়ই দেওয়া রয়েছে- ব্যক্তিগত পাঠ ও দলীয় আলোচনা। ব্যক্তিগতভাবে, আমরা সময় যাপন করব প্রতিটি সেশন পাঠের মাধ্যমে এবং ঐ সেশনের নির্দিষ্ট অংশ আমাদের জীবনে ও পরিচর্যা কাজে ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে। পরে প্রতি সপ্তাহে একদিন দলীয় ভাবে অন্য যুব নেতাদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবে (যাকে বলা হয় নেতৃত্ব দল)

নেতৃত্ব দলের লক্ষ্য:

যুব সমাজের প্রাপ্ত বয়স্ক নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষিত করা যেন তারা আরো:

১. খ্রীষ্টের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়

২. একে অপরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, এবং

৩. শিক্ষার্থী পরিচর্যার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়

পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং ঈশ্বরের মহিমার জন্য (দেখুন যোহন ১৭: ২০-২৬)।

একে অপরকে উৎসাহিত করতে, পাঠগুলো আলোচনা করতে ও একসঙ্গে প্রার্থনা করতে এবং যা শিখেছি তা অনুশীলন করতে। আহ্! এর মাধ্যমে আমরা আরো বৃদ্ধি পাব!

কিভাবে আমরা এই বই থেকে সর্বাধিক শিক্ষণীয় বিষয় পেতে পারি?

- নিশ্চিত হউন যে, আমাদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিত্রাণ কর্তা ও প্রভু হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে শুরু থেকেই। (এ সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে যুব পরিচালকের সঙ্গে শুরু করার আগেই কথা বলুন।)
- এই নেতৃত্ব দানকারী অভিজ্ঞতার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে সমর্পিত করুন। প্রত্যাশা করুন যেন ঈশ্বর মহান কাজ করেন আমাদের বই পড়ায় সময় যাপনের মাধ্যমে।
- ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করুন যেন তিনি আপনাকে একটি সুস্পস্ট আহ্বান জানান এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য যেন দৃঢ় আকাঙ্খা দান করেন, উভয়ের জন্য-বিশ্বাসী ও অ-বিশ্বাসীদের জন্য।

আমাদের বিশ্বস্তভাবে এই বই পড়ার ফলে আমাদের জীবনে একটি আমূল বা ভিত্তিগত পরিবর্তন আসবে, আমাদের শিক্ষার্থীদের পরিচর্যার জন্য দর্শন এবং শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টের দিকে পরিচালনার জন্য এবং খ্রীষ্টে পরিপক্কতার দিকে অগ্রসরের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি উপস্থাপন করবে।

সেশন ১

প্রার্থনার একটি অর্ধ দিবস (দলীয় প্রকল্প)

প্রার্থনার একটি অর্ধ দিবস একটি শক্তিযুক্ত অভিজ্ঞতা হবে আপনার জন্য। আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এবং তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা আরো গভীর করতে পারবেন। এই অভিজ্ঞতা আপনাকে সহায়তা করবে, এ যাবৎ আপনি যা কিছু শিখেছেন তার সব কিছুই প্রয়োগ করতে। নিচে উল্লেখিত নির্দেশমালা আপনাকে শুরু করার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে। আপনার নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার জন্য আপনি পরিকল্পনা করুন।

ধাপ # ১: পরিচয় পর্ব (২০ মিনিট)

দলীয় ভাবে সমবেত হন সময়সূচি নিয়ে আলোচনা করতে, তথ্যাবলি বিতরণ করতে এবং প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করতে। এই সময় সমাপ্ত করুন দলীয় প্রার্থনার মাধ্যমে।

ধাপ # ২ : ব্যক্তিগত প্রার্থনা (৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট)

- ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপনের জন্য একটি স্থান খুঁজুন।
- আপনার সময় নির্ধারণ করুন প্রধান তিনটি বিষয় সম্পন্ন করার জন্য।

  ১. প্রভুর উপর প্রত্যাশা রাখুন। তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করুন। আপনার পাপ স্বীকার করুন। যীশুর উপাসনা করুন।

  ২. অপরের জন্য প্রার্থনা করুন। অপরের প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট মধ্যস্থতা গঠন করুন।

  ৩. নিজের জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করুন। তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে ও সৎভাবে কথা বলুন।

- এ সময়ে আপনি আপনার কার্যক্রম বিভিন্ন হতে পারে। কখনো কখনো প্রার্থনা উচ্চ স্বরে বা নিরবে হতে পারে। শাস্ত্র পাঠ করুন। যে সব কাজ করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে পরিচালিত করেছেন সেগুলি লিখে লিপিবদ্ধ করুন এবং পরিকল্পনা করুন। ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপনের সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত তা করুন।
- আপনার প্রার্থনার একটি দিনপঞ্জিকা তৈরি করুন। পরবর্তীতে আপনি আবার ফিরে দেখতে পারবেন, আপনার প্রার্থনায় অনুসরণ করুন, এবং দেখুন কিভাবে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন।

ধাপ # ৩: মতামত প্রকাশ (৩০ মিনিট)

সকলকে দলে একত্রিত করুন। দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রত্যেককে এই প্রার্থনা সময় যাপনের একটি বা দু'টি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি:		
গুরুত্বপূর্ণ	*সাহায্যকারী*	*বিকল্প আরো বিষয়*
বাইবেল	শাস্ত্র মুখস্থ কার্ড	পরবর্তী বছরের ক্যালেন্ডার
ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন নোটবই/পত্রিকা	উপাসনার/প্রার্থনার বই	ব্যক্তিগত তালিকা
এই বইটি (যা শিখেছেন তা প্রতিফলিত করতে)	যুব পরিচর্যায় যুক্ত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা	লক্ষ্যগুলির/উদ্দেশ্যগুলির/সিদ্ধান্ত গ্রহণের
কলম		উপাসনার সিডি, গান শোনার যন্ত্র
ঘড়ি		

উল্লেখ্য বিষয় সমূহ:

সেশন ২
একটি যীশু কেন্দ্রিক কৌশল উন্নয়ন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তার গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে একজন প্রেমময় এবং ক্ষমাশীল পরিত্রাতার সঙ্গে। যদি সে তার ফিরে আসার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পরে এবং সঠিক ও সুস্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে তার আপনাকে প্রয়োজন।

জনপ্রিয় এবং একজন ফুটবল দলের সদস্য এ্যান্থনি অবিচলিত হয়ে যাচ্ছিল। ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে তাকে বেশি বেশি পার্টি হাউজে পাওয়া যেত এবং কিছু নেশায় আসক্ত হয়ে উঠল। এর পরে সে এবং তার প্রেমিকা উদাসীন ও অসাবধান হয়ে উঠল এবং এর ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে গেল। সে আপনার কাছে আসল এবং আপনার কাছে এসে সাহায্য চাইল। যেমনি করে সে তার ঘটনা আপনাকে বলল, আপনি ঘাবড়িয়ে যেতে লাগলেন: "কিভাবে এই যুবকের জন্য পরিচর্যা শুরু করবেন? আমি তাকে কি প্রস্তাব দিব?" আপনার প্রয়োজন ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত সাহায্য! যদি সে তার জীবন আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চায়, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে বেদনা বা ক্ষতি হয়েছে তার আরোগ্যতার অভিজ্ঞতা তার এবং অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পরার মাধ্যমে সে পেছনের পরিস্থিতি থেকে জয় লাভ করতে পারবে, তার প্রয়োজন ঈশ্বরের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তার গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে একজন প্রেমময় এবং ক্ষমাশীল পরিত্রাতার সঙ্গে। যদি সে তার ফিরে আসার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পরে এবং সঠিক ও সুস্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে তার আপনাকে প্রয়োজন। আপনি তাকে সাহায্য করতে পারেন ঈশ্বরের উপর আস্থা স্থাপন করাতে যে তিনিই তাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনার একটি কৌশলের প্রয়োজন তাকে খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করতে, পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে এবং অপরকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দিন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তার গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে একজন প্রেমময় এবং ক্ষমাশীল পরিত্রাতার সঙ্গে। যদি সে তার ফিরে আসার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পরে এবং সঠিক ও সুস্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে তার আপনাকে প্রয়োজন।

এ্যান্থনি এমন একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল যিনি জানতেন যে কিভাবে তার পরিচর্যা করতে হবে। জ্যাক তার সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করতে শুরু করলেন। তিনি তাকে মণ্ডলীতে আমন্ত্রণ জানালেন। সে একটি শিক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র দলের সদস্য হল যেখানে তারা শিখছিল এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করছিল যীশু খ্রীষ্টের এবং তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ কি, সে বিষয়ে। সেই পরিবেশের মাঝে এ্যান্থনি বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। আজ, পরামর্শ দানের উপর ডিগ্রি এবং সেমিনারি শেষ করে, সে বর্তমানে সেই সব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করছে যারা তার মত, যখন তিনি স্কুল জীবনে ছিলেন। অতি চমৎকারভাবে, আশ্চর্য্যভাবে, একজন যুবক যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, তাঁর পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পেল, এবং সে বর্তমানে অন্যদেরকেও যীশু খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করছে।

যদি ঠিক এরকমই কোন শিক্ষার্থী আপনার কাছে এসে সাহায্য চায়, আপনি কি তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত? আপনি যদি নিশ্চিত না হন যে কিভাবে আপনি সাহায্য করতে পারেন অথবা আপনি এ বিষয়ে জানতে চান যে কিভাবে এই কাজ করতে হয়, তবে এই পরবর্তী কিছু সপ্তাহ আপনার জন্য! আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন, কিভাবে যীশু কেন্দ্রিক কৌশল উন্নয়ন করতে হয় শিক্ষার্থীদের জীবনকে প্রভাবিত করতে। পরবর্তীতে পাঁচটি মূল নীতিমালার সারাংশ দেওয়া হল যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার।

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার কৌশল

এই যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার কৌশল একটি শক্তিশালী প্রার্থনার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরে ঐ পরিবেশে পাঁচটি মূল নীতিমালা গঠন করে। এই মণ্ডলী-ভিত্তিক ক্যাম্পাস-সমাজ ভিত্তিক কৌশল স্থাপিত হয়েছে যীশু এবং তাঁর পরিচর্যায় ব্যবহৃত নীতিমালা অনুসারে।

খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে অনুপ্রবেশ

কিভাবে আপনি আপনার সম্পর্ক খ্রীষ্টের সঙ্গে বৃদ্ধি করবেন এবং অপরের কাছে প্রতিফলিত করবেন? *যীশুর সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ এবং আবেগময় সম্পর্ক গভীর করুন এবং খ্রীষ্টের আনুগত্যতার মাধ্যমে আপনার জীবনে সেই সম্পর্ক প্রকাশ করুন এবং আপনার চারিপাশে যারা রয়েছে তাদের মাঝে খ্রীষ্টের চরিত্র প্রতিফলিত করুন। (মার্ক ১:৭-৮)।*

নেতৃত্ব গঠন

কিভাবে আপনি মান সম্পন্ন নেতা গঠন করবেন দীর্ঘ মেয়াদি পরিচর্যা কাজের জন্য? প্রাপ্ত বয়স্কদের সুসজ্জিত করুন যাদের হৃদয় ও দক্ষতা রয়েছে অপরের কাছে পৌঁছতে এবং শিক্ষার্থীদের শিষ্য করণের জন্য। (মার্ক ১:১৬-২০)।

শিক্ষার্থীদের শিষ্য করণ

কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিষ্য হিসেবে গঠন করবেন যাতে তারা আত্মিক আবেগপূর্ণ হয় এবং তাদের বন্ধুদের জন্য আত্মিক প্রভাবক হতে পারে? *শিক্ষার্থীদের প্রত্যাদেশ (চ্যালেঞ্জ) দিন এবং তাদের খ্রীষ্টের দিকে পরিপক্কতায় অগ্রসর করুন ক্ষুদ্র দলে শিষ্যত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। (মার্ক ৩:১৩-১৫)।*

সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ

কিভাবে আপনি আপনার নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করবেন সংস্কৃতির মাঝে প্রবেশ করার জন্য? *যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের সংস্কৃতিতে সময় অতিবাহিত করে, সেখানে যান এবং তাদের সুসজ্জিত করুন- তাদের সংস্কৃতিতে ও তাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছাবার জন্য।* (মার্ক ১: ৪০-৪২)।

বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করুন

কিভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করবেন যাতে তাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছতে পারেন? *সাংস্কৃতিকভাবে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তৈরী করুন যাতে শিক্ষার্থীরা অন্য বিশ্বাসী বন্ধুদের যীশুকে খুঁজতে সাহায্য করতে পারে।* (মার্ক ৪:১-২)

আসুন আমরা যীশুর জীবন ও পরিচর্যা অনুসারে এই পাঁচটি মূল নীতিমালার দিকে কিছুটা গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি।

খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে অনুপ্রবেশ (যীশুর প্রভুত্ব) - যীশু শিষ্যদের হৃদয় নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, এবং অবশেষে সকলেই তাঁর প্রভুত্বের কাছে মাথা নত করবে। (ফিলিপীয় ২:৯-১১)। ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা তাঁর কর্তৃত্ব ও রাজত্বের কাছে আমাদের জীবন সমর্পন করি। এটি প্রতিটি যুব পরিচালকের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা তত দূরই শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে পারি যত দূর নিজেরা গিয়েছি। যেমনি ভাবে আমরা খ্রীষ্টের প্রভুত্বে সমর্পিত হব, আমরা দিনে দিনে আরো বেশি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারব। খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কই শিক্ষার্থীদের কাছে উচ্চস্বরে কথা বলবে, অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে।

নেতৃত্ব গঠন (নেতৃত্ব দল) - যীশু তাঁর শিষ্যদের একত্রিত করলেন। তিনি তাদের শেখালেন তাঁকে অনুসরণ করতে এবং অপরকেও পরিচালিত করতে (মথি ৪:১৯)। প্রাপ্ত বয়স্ক যুব পরিচালকদের একটি দল সুসজ্জিত করার মাধ্যমে একই লক্ষ্যের দিকে পৌঁছানোই হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাবনাময় ও ক্ষমতাবান যুব পরিচালকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগতভাবে বৃদ্ধির জন্য এবং শিক্ষার্থীরা যাতে খ্রীষ্টকে জানতে পারে ও তাঁর মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে সেজন্য উৎসাহের প্রয়োজন। নেতৃত্ব দল এই দলীয় পরিবেশ এবং যুব পরিচালকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করে।

শিক্ষার্থীদের শিষ্য করণ (শিষ্য দল)- যীশুর একটি বৃহৎ শিষ্যদল ছিল- বারো জনেরও বেশি! ১২ জন থেকে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ জন, সেখান থেকে ১২০ জন, সেখান থেকে ৫০০ জন, পরে ৫০০০ জন এবং তারও বেশি (লূক ১০:১-৩)। যখন অনেক যুব দল আজ আত্মিক বিষয়ে আগ্রহহীন, তখন এই শিষ্যত্ব পরিচর্যা বাস্তবায়নকারী দল উভয়ভাবে বৃদ্ধি লাভ করবে, আত্মিক গভীরতায় এবং বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে সক্ষম হবে। শিষ্যত্ব হল আত্মিক ও সংখ্যা বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। শিক্ষার্থী "শিষ্য" তার খ্রীষ্টের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় যাপনের মাধ্যমে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে শিখবে এবং তা সম্ভব হবে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নেতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার মাধ্যমে। এই শিক্ষার্থী হবে একজন আত্মিক প্রভাবক এবং সে তার বন্ধুদেরকেও খ্রীষ্টের দিকে আনতে শুরু করবে।

সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ (ব্যক্তিগত প্রচারকার্য)- প্রতিদিন যীশু লোকদের জীবন স্পর্শ করতেন কারণ তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন (মার্ক ১:১২, ১৭)। যুব পরিচালক হিসেবে আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে এবং শিক্ষার্থীদেরকে মণ্ডলীর দেওয়ালের বাইরে বাহির হতে হবে এবং যেখানে শিক্ষার্থীরা সময় যাপন করে সেখানে যেতে হবে। তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ তারা গ্রহণ করবে। আমরা শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করতে চাই এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের এক একজন আত্মিক উৎসাহ প্রদানকারী হবে।

বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করুন (বর্হিনাগাল কার্যক্রম)- যীশু এক জনতা তৈরী করেছিল (মার্ক ৪:১-২)। শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে আমাদেরও একই ভাবে এক জনতার গঠন করতে হবে। যখন উপরের সব নীতিগুলো সঠিক ভাবে কার্যকর হবে, তখনই অনেক শিক্ষার্থীরা আমাদের এই পরিচর্যা কাজে অংশ গ্রহণ করবে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়গুলো প্রদান করতে পারি তাদের বন্ধুদের আনার জন্য। সেখানে তারা সুসমাচারের সত্যতা এবং যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের যে সুযোগ রয়েছে তা তারা ব্যক্ত করবে।

আগামী সেশনগুলিতে আমরা যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার এই পাঁচটি মূল নীতিমালার বিষয়ে আরো বিস্তারিত অধ্যয়ন করব। ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করুন যেন তিনি আপনার ব্যক্তিগত কৌশল উন্নয়নের শুরু করতে সাহায্য করেন যার ফলে শিক্ষার্থীদের জীবন-পরিবর্তনকারী পরিচর্যা কাজ সাধন হবে।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ২

১। মার্কের প্রথম চারটি অধ্যায় পাঠ করুন এবং যীশুর পরিচর্যার কৌশল পর্যবেক্ষণ করুন। নির্দিষ্ট পদগুলি খুঁজে বের করুন যা পাঁচটি মূল নীতির বিষয়ে বুঝতে সহায়তা করে:

খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে অনুপ্রবেশ (যীশুর প্রভুত্ব) : _____.

নেতৃত্ব গঠন (নেতৃত্ব দল) : _____.

শিক্ষার্থীদের শিষ্য করণ (শিষ্য দল) : _____.

সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ (ব্যক্তিগত প্রচারকার্য) : _____.

বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করুন (বর্হিনাগাল কার্যক্রম) : _____.

২। মূল্যায়ন করুন আপনার ব্যক্তিগত জীবন ও পরিচর্যা কাজ কিভাবে এই পাঁচটি মূল নীতিমালা প্রকাশ করে। প্রতিটি নীতির পাশে, আপনি বর্তমানে যা করছেন এই কৌশলের মাধ্যমে এবং ভবিষ্যতে কি করতে চান সে বিষয়গুলি লিখুন।

	বর্তমানে	ভবিষ্যতে
খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে অনুপ্রবেশ (যীশুর প্রভুত্ব) :		
নেতৃত্ব গঠন (নেতৃত্ব দল) :		
শিক্ষার্থীদের শিষ্য করণ (শিষ্য দল) :		
সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ (ব্যক্তিগত প্রচারকার্য) :		
বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করুন (বর্হিনাগাল কার্যক্রম) :		

৩। ঠিক একই মূল্যায়ন করুন কিভাবে আপনার মণ্ডলী এই পাঁচটি মূল নীতিমালা বাস্তবায়ন করে।

	বর্তমানে	ভবিষ্যতে
খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে অনুপ্রবেশ (যীশুর প্রভুত্ব) :		
নেতৃত্ব গঠন (নেতৃত্ব দল) :		
শিক্ষার্থীদের শিষ্য করণ (শিষ্য দল) :		
সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ (ব্যক্তিগত প্রচারকার্য) :		
বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করুন (বর্হিনাগাল কার্যক্রম) :		

৪। আপনার মনে নিম্ন লিখিত ছবিটি অঙ্কন করুন এবং প্রতিটি বিবরণের পাশে একটি করে নাম লিখুন।

একজন ৯ম শ্রেণীর আমোদ-দায়ক নেতা

একজন ক্লেশাপন্ন/যাতনাগ্রস্থ শিশু

একজন খেলোয়াড়

একজন লাজুক লোক

এখন আপনার তালিকাভুক্ত প্রত্যেক জনের চিত্র কল্পনা করুন বর্তমান থেকে তাদের পাঁচ বছর পরের কথা। প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা লিখুন।

নাম	ভবিষ্যদ্বানী

৫। আপনি ও আপনার মণ্ডলী তালিকাভুক্ত প্রত্যেক জনের জন্য কি করতে পারেন, যারা এই সেশনের প্রারম্ভিক শিক্ষার্থী হবার মত– যে যীশুকে জানতে এসেছে, পরিপক্ক হতে এবং খ্রীষ্টের একজন ফলপ্রসূ অনুসারী হতে এসেছে? বর্ণনা করুন আপনি কোন ঘটনার প্রয়োজন বিষয়ে চিন্তা করেন এবং কেন?

আমার কি করা প্রয়োজন:

আমার মণ্ডলীর কি করা প্রয়োজন:

৬। মুখস্ত করুন মার্ক ১:১৭ পদ এবং মার্ক পুস্তকটি দৈনিক নিয়মিত পাঠ করুন।

সেশন ৩

যীশুকেই প্রভু গঠন, খণ্ড ১

আপনার প্রথম চাকরির প্রথম দিনের কথা মনে করুন। আপনার কেমন অনুভূতি ছিল? আপনার যা করণীয় বিষয় ছিল তার সব কি আপনি সঠিকভাবে করতে পেরেছিলেন? আপনাকে কি কেউ প্রশিক্ষণ দিয়েছিল? কত সময় লেগেছিল আপনার পুরোপুরি দক্ষ হতে?

যীশু অনুসরণ করা শিখতেও একই ভাবে সময়ের প্রয়োজন। আমাদের এমন একজন প্রশিক্ষক প্রয়োজন যিনি জানেন আমাদের কি করতে হবে। যীশুই আমাদের "শিক্ষক" খ্রীষ্টিয় পথ চলার জন্য। যখন তিনি আমাদের জীবনের প্রভু হবেন, আমাদের হৃদয়ের বাসনা হবে তাঁকে সমাদর করা এবং অন্যদের চেয়ে তাঁকে বেশি খুশি করা।

কিন্তু যীশুকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার আগে, আমাদের তাঁকে পবিত্র জ্ঞান করতে হবে। তিনি কি আমাদের সম্মান পাবার যোগ্য? কেন তিনি আমাদের জীবনে প্রভু হবার যোগ্য? কারণ তাঁর প্রমাণ রয়েছে!

প্রমাণ # ১- তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যীশুই আমাদের ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য। যোহন ১:১-৫ পদ পাঠ করুন সেখানে "বাক্য" কথাটি প্রতিবারই "যীশু খ্রীষ্ট"-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অংশটি যোহন থেকে কলসীয় ১:১৫-১৬ পদের সঙ্গে তুলনা করুন। যীশু খ্রীষ্ট নিজে তাঁর পিতা এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

যেহেতু তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি জানেন কিভাবে আমরা ভাল কাজ করতে পারি, বা আমরা কে কতটুকু করতে পারি। পাঠ করুন, গীত ১৩৯: ১৩-১৬। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। আমাদের সম্পর্কে তাঁর অতুলনীয় জ্ঞানই তাঁকে যোগ্য করে তুলেছে আমাদের প্রভু হবার জন্য।

প্রমাণ # ২- তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছে। একটি গল্প আপনার মনের পর্দায় অঙ্কিত করুন যেখানে একজন ভীতিহীন রাজপুত্র একজন দুষ্ট রাজার হাত থেকে তার রাজ্যকে বিজয়ী করেছেন। যীশুই ছিলেন সেই ভীতিহীন রাজপুত্র। তিনি মানুষ রূপ ধারণ করলেন এবং পরে তিনি "আমাদের পাপসমূহের জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমাদিগকে এই উপস্থিত মন্দ যুগ হইতে উদ্ধার করেন।" (গালাতীয় ১:৪)।

যেহেতু যীশু মানুষ বেশে তেত্রিশ বছর অতিবাহিত করেছেন, সেহেতু প্রতিদিন আমরা যে সমস্যা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হই সে বিষয়ে তিনি জানেন। "কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে।" (ইব্রীয় ৪:১৫)। যীশু আমাদের প্রভু হবার যোগ্য কারণ তিনি সেই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, তবুও তিনি পাপহীন ছিলেন।

প্রমাণ # ৩- তিনি আমাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন। যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এলেন, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করলেন এবং আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে, তিনি পৃথিবী থেকে শয়তানের রাজত্বকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পরিত্রাণ অর্থ "মুক্ত" বা "উদ্ধার করা"। পরিত্রাণের আরেকটি সংজ্ঞা হল, "নির্দিষ্ট মূল্য প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় মালিকানা অর্জন করা।" যীশু শয়তানের কাছ থেকে যৌক্তিক ভাবে, সঠিক উপায়ে আমাদের জীবনের মালিকানা অর্জন করেছেন।

তাঁর অধিকার রয়েছে আমাদের প্রভু হবার জন্য কারণ তিনি তাঁর রক্তের মূল্য দিয়ে আমাদের কিনে নিয়েছেন। "আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ।" (১ করিন্থীয় ৬: ১৯-২০)।

যীশুর প্রমাণ রয়েছে আমাদের জীবনে প্রভু হবার জন্য। তাহলে আমাদের কাছে এর অর্থ কি? এটি আমাদের উপর নির্ভর করে কিভাবে আমরা "প্রভু" কথাটি সংজ্ঞায়িত করি। নতুন নিয়মে তিনটি গ্রীক শব্দ রয়েছে যা যীশুকে প্রভু বলে বর্ণনা করে। আসুন আমরা প্রতিটি শব্দ ও তার অর্থ দেখি।

ডেসপোটেস (মালিক)- এই মালিক বর্ণনা করে "এমন একজন ব্যক্তি যার অসীম শক্তি রয়েছে"। কারণ যীশুর শক্তির কোন সীমা নেই, তিনি সমস্ত পরিস্থিতির মালিক হতে পারেন।

ব্যাসিলিয়াস (রাজা)- এই ধরণের রাজা হল তেমন ব্যক্তি যার "সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে।" একজন রাজার অর্থ হল নীতি নির্ধারক। যীশু হলেন অন্য সব রাজাদের রাজা কারণ তাঁর বাক্য শুধুই নীতি/নিয়ম নয়, বরং এগুলি সত্য ও সঠিক। তার কর্তৃত্বই হল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্তৃত্ব।

কুরিয়স (প্রভু)- একজন ব্যক্তি যিনি "প্রভু" তিনিই মালিক। কুরিয়স নির্দেশ করে কর্তৃত্বের, কিন্তু জ্ঞান এবং প্রেমের অনুভূতিরও নির্দেশনা দেয়। যখন যীশুই আমাদের জীবনের প্রভু, তিনিই হলেন জ্ঞানী এবং প্রেমময় মালিক।

ঈশ্বর যীশুর মৃত্যু, কবরপ্রাপ্ত ও পুনরুত্থানের ফলে যা করেছেন তার মাধ্যমে প্রেরিত পৌল যীশুর প্রভুত্ব বর্ণনা করেন: "এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চ পদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুন নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন" (ফিলিপীয় ২:৯-১১)।

যীশু আমাদের প্রভু হবার যোগ্য। তাঁর প্রমাণ রয়েছে। ঈশ্বর হতে তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে যেন তিনি আমাদের জীবনে রাজত্ব করেন। তিনি আমাদের জীবনে জ্ঞানী ও প্রেমময় মালিক হতে প্রত্যাশা করেন। এখন আমাদের যে প্রশ্নের খুব সহজেই উত্তর দিতে হবে তা হল: আমি কি যীশুকে যথেষ্ঠ সম্মান করি যাতে তাঁর কাছে আমার জীবন সমর্পণ করতে পারি, তাঁকে প্রভু হিসেবে আমার জীবনে গ্রহণ করতে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে হয়ত অবশ্যই কঠিন, যীশুর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, এবং আমাদের সামর্থের বা যোগ্যতার সংকল্প হবে হয়ত অন্য আত্মার দিকে পরিচালিত হওয়া। যদি যীশু আমাদের জীবনে প্রভু না হন, তাহলে কিভাবে আমরা অপরকে তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পরিচালিত করব? সামনে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হবার আগেই গুরুতর ভাবে আমাদের এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৩

১। "প্রভু" কথাটির ভিন্ন তিনটি সংজ্ঞার দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করুন। পরে আপনার কাছে "প্রভু" অর্থ কি তা নিজের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করে লিখুন।

২। যীশুকে আপনার জীবনের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার প্রত্যাশা জাগাতে আপনি এখনই দু'টি কাজ করতে পারেন। প্রথমটি হল, তাকে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন হউন। গীত রচক লিখেছেন: "হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি সযত্নে তোমার অন্বেষণ করিব; আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু, আমার মাংস তোমার জন্য লালায়িত, শুষ্ক ও শ্রান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে" (গীত ৬৩:১)। আপনি কিভাবে এই মাত্রায় উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করবেন? যখন আপনি "অসুস্থ এবং ক্লান্ত হতে হতে অসুস্থ ও ক্লান্ত হয়ে যান," আপনার নিজের জীবন নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে, আপনি এক সময় সম্মত হবেন ঈশ্বরকে তাঁর ইচ্ছা মত আপনার জীবনকে পরিচালনায় সুযোগ দিতে। আপনি কি উদ্বিগ্ন? প্রত্যাশা জাগাবার জন্য দ্বিতীয় উপায়টি হল- যীশুর প্রতি আলোকপাত করুন। যতই আপনি দেখবেন যে তিনি সত্যিকারে কে, ততই বেশি প্রত্যাশা জাগরিত হবে আপনার মনে তাঁকে খুশি করার জন্য এবং তাঁর উপাসনা করার জন্য। এক্ষুনি, যীশুর জন্য আপনার প্রত্যাশা নির্ধারণ করুন। এ বিষয়ে সৎ হউন।

৩। খ্রীষ্টের প্রভুত্ব প্রত্যাশার পরে, আপনি অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাঁকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে। প্রেরিত পৌল, যখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অন্ধ হয়েছিলেন দম্মেশকের পথে, তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "প্রভু, আপনি কে?" প্রভু কহিলেন, আমি যীশু যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ; কিন্তু উঠ নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে।" (প্রেরিত ৯:৫-৬)। পৌল কি করেছিলেন? তিনি দম্মেশকে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যীশু যে আদেশ দিয়েছেন তা বাধ্যতার সঙ্গে তার জীবনে প্রতিফলিত করার মাধ্যমে তাঁকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে। বাধ্যতার কোন পদক্ষেপ আপনার জীবনে প্রয়োজন যা আপনাকে পরিচালিত করবে যীশুকে প্রভু হিসেবে আপনার জীবনে গ্রহণ করতে?

বিশ্বাসে আজই সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। যীশু আপনার তাঁর প্রভুত্বের প্রত্যাশাকে মহৎ থেকে মহত্তর করে তুলবেন যেমনিভাবে আপনি দিনে দিনে নিয়মিত তাঁর প্রতি বাধ্য থাকবেন। তিনি আপনার বাধ্যতাকে সম্মান জানাবেন। নিচের বাক্যটি পূরণ করুন।

আজ, (তারিখ) ____/____/_____, আমি বাধ্যতার নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করছি যীশুর প্রভুত্ব আমার জীবনে নির্ধারণ করতে:

স্বাক্ষর _____

৪। যীশুর প্রভুত্ব সম্পর্কে আপনাকে উৎসাহিত করতে মুখস্ত করুন, ফিলিপীয় ২:৯-১১।

সেশন ৪

যীশুকেই প্রভু গঠন, খণ্ড ২

প্রত্যেক নতুন বৎসরে লোকে নতুন কিছু সংকল্প গ্রহণ করে যা সাধারণত খারাপ অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করার জন্য এবং ভাল অভ্যাসগুলি শুরু করার মনস্থ করা হয়। কিন্তু সেই ভাল অভ্যাসের মনস্থ বিষয়গুলি সাধারণত জানুয়ারীর মাঝামাঝিতেই ভুলে যাওয়া হয়। যীশুকে আমাদের জীবনে প্রভু হিসেবে গঠন করা এই ভাল অভ্যাস মনস্থ করার সংকল্পের চেয়েও বেশি কিছু।

যীশু আমাদের তাঁর সঙ্গে পথ চলার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছতে আহ্বান জানান। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব আসে আমাদের বাধ্যতার মাধ্যমে তাঁর শক্তি আমাদের মাঝে কাজ করার ফলে। আমাদের জন্য সেই বাধ্যতার মূল্য কত? আসুন বিশ্বস্তভাবে আমরা দৃষ্টিপাত করি।

মূল্য প্রদান

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁকে অনুসরণের মূল্য সম্পর্কে। "তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক।" (মথি ১৬:২৪-২৫) যীশু খুবই দৃঢ় উক্তি করেছেন যে তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ কি। তিনি চেয়েছেন আমরা আমাদের প্রাণ হারাই তাঁর জন্য। কিভাবে আমরা একাজ করতে পারি?

আমাদের প্রাণ হারানো অর্থ নিজের সম্পর্কে ভুলে যাওয়া। অনেক অনুবাদেই এই অংশে "নিজেকে অস্বীকার করা" কথাটি ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ, অবশ্যই আমাদের ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার পরিবর্তে যীশু খ্রীষ্টকে খুশি করাই হবে আমাদের মূল প্রত্যাশা। পৃথিবী বলে- "এক নম্বর লোকের জন্য খোঁজ কর"। কিন্তু যীশু বলেন, ভুলে যাও এক নম্বর লোকের কথা কারণ তিনি আমাদের সমস্ত দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই এমন কি চিন্তারও কোন কারণ নেই আমাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে! তিনি জানেন, যখন আমরা আমাদের নিজেদের আগ্রহের বিষয় নিয়ে আগেই পরিপূর্ণ হয়ে যাই, তখন ঐসব ব্যক্তিগত আগ্রহগুলোই আমাদের প্রভাবিত করে।

আমাদের প্রাণ হারানো অর্থ ক্রুশ তুলিয়া লওয়া। প্রেরিত পৌল স্বচ্ছ একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এমন একজন ব্যক্তির যিনি তার ক্রুশ বহন করেছেন। আমরা ইতিপূর্বেই মুখস্ত করেছি ফিলিপীয় ২:৯-১১, যা ব্যাখ্যা করে কিভাবে ঈশ্বর যীশুকে উচ্চে স্থাপন করেন। কিন্তু এই পদের আগে, ফিলিপীয় ২:৫-৮ পদে পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যীশুকে উচ্চে স্থাপনের আগে তিনি কি করেছেন। তিনি নিজেকে শূণ্য করলেন। তিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন। তিনি নিজেকে নত করলেন এমনকি তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনত করলেন এবং পিতার আজ্ঞাবহ হলেন। তিনি তাঁর ক্রুশ বহন করলেন তাঁর পিতার একজন আজ্ঞাবহ দাসরূপে। আমরাও একইভাবে আমাদের ক্রুশ বহন করতে পারি। ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে শূণ্য করে, দাসরূপ ধারণ করে, নিজেকে নত করে এবং আজ্ঞাবহ হয়ে, এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও।

আমাদের প্রাণ হারানো অর্থ যীশুর পশ্চাদগামী হওয়া। যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ হল আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে তার সঙ্গে এক পা এক পা করে পথ চলা। এই কাজ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন, আমাদের জীবনে যীশুর লক্ষ্য গ্রহণ করতে রাজী/একমত হওয়া এবং সেই লক্ষ্যগুলি প্রতিদিন তাঁর কাছে সমর্পিত করতে ইচ্ছুক হতে হবে।

যত বেশি আমরা দেখব যে তিনি কত আশ্চর্য্যজনক, আমাদের তত বেশি প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে তাঁর কাছে সমর্পিত হতে।

সুবিধা গ্রহণ

নিজেকে ভুলে যাওয়া, ক্রুশ বহন করা এবং যীশুকে অনুসরণ করাই হবে "স্বীকারোক্তির মূল্য" যদি আমরা যীশুকে আমাদের জীবনে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু যীশুকে প্রভু হিসেবে আমাদের জীবনে গ্রহণের মাধ্যমে আমরা অনেক সুবিধাসমূহ গ্রহণ করব।

আমরা সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। যখন যীশু আমাদের জীবনে প্রভু হবেন, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে জীবন যাপন করব। ফলে, আমরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, ঈশ্বর আমাদের নির্দিষ্টভাবে পরিচালনা দান করবেন। (হিতোপদেশ ৩:৫-৬)

আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করব। চিন্তা করুন আপনি যখন তৃষ্ণার্ত হন তখন আপনার মুখের ভেতরে কেমন অনুভূতি হয়। যীশুই হলেন আমাদের আত্মিক "তৃষ্ণা নিবারক" (যোহন ৪:১০-১৪)। যীশুই হলেন একটি "জীবন নদী" আমাদের মধ্য দিয়ে বহমান যা আমাদের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে পরিতৃপ্ত করে।

আমাদের চরিত্র পরিবর্তিত হবে। "আমরা জানি যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে। কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথম জাত হন।" (রোমীয় ৮:২৮-২৯)। "তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত" হওয়াই আরেক অর্থে বলা "তিনিই আমার জীবনের প্রভু"। "আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ" অর্থ হল, যীশু তাঁর চরিত্র আমাদের জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত করার জন্য কাজ করছেন।

আমাদের ভবিষ্যতে আশা থাকবে। অনেক বিষয় জীবনকে কঠিন করে তোলে: প্রিয়জনকে হারানো, আপনি অপছন্দনীয় হচ্ছেন আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য, চাকুরি বিহীন, ইত্যাদি। কোন বিষয় নয় এখন কতটা খারাপ বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, আমাদের আগামীতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে! যদি আমরা আমাদের কঠিন সময়গুলিতে বিশ্বস্ত থাকি, এর পরেই এমন এক সময় আসবে যখন তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন এবং আমরা যীশুর সঙ্গে চিরদিন রাজত্ব করব। (২ তীমথিয় ২:১১-১২)।

আমরা জয়ী হব। যীশু আমাদের জীবনের জয়ী করবেন এবং মৃত্যুর উপরও জয়ী করবেন। "ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।" (১ করিন্থীয় ১৫:৫৭)। যখন যীশুই আমাদের প্রভু, তখন আমরা চির বিজয়ের সহভাগী হব!

মথি ১৬:২৪-২৫ পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যারা তাদের প্রাণ হারায়, তারা তা পাবে। জিম ইলিয়ট, একজন প্রচারক যিনি অকা ইন্ডিয়ানদের দ্বারা ১৯৫৫ সালে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তিনি একটি পত্রিকায় লিখেছেন: "তিনি এত নির্বোধ নয় যিনি দান করবেন যা সে জয় করে রাখতে পারবেন না আবার যা তিনি হারাতেও পারবেন না।" (স্যাডো অফ দ্যা অলমাইটি, এলিজাবেথ ইলিয়ট, হারপার এবং রো)।

এই বিষয়টি এভাবে চিন্তা করুন: আমরা যীশুকে আমাদের জীবনের একটি ফাঁকা পৃষ্ঠা দিলাম, এবং তিনি আমাদের একটি ফাঁকা চেক ফিরিয়ে দিলেন। আমরা তাঁকে আমাদের ফাঁকা পৃষ্ঠা দিলাম তিনি আমাদের জীবনের জন্য যা কিছু প্রত্যাশা করে তা লেখবার জন্য। এর পরিবর্তে, আমরা তাঁর ফাঁকা চেক ব্যবহার করতে পারি "নগদের উপর" যে প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা

তিনি আমাদের জন্য করেছেন তা পাবার জন্য। পাঠ করুন রোমীয় ৮:৩২, ইফিষীয় ১:৩, এবং ২ পিতর ১:৩ যাতে আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন তাঁর কিছু প্রতিজ্ঞামালা।

নতুন বৎসরের প্রতিজ্ঞামালা দৃঢ় নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে স্থান দেওয়া দৃঢ় বিষয়। এটিই একমাত্র উপায় তাঁকে খুশি করা এবং একমাত্র পথ তাঁর পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাবার জন্য।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৪

১। পাঠ করুন রোমীয় ১২:১-২। যীশুকে আপনার ব্যক্তিগত প্রভু হিসেবে গঠন করার কিছু বাস্তব সম্মত উপায় লক্ষ্য করুন। নিচে তা তালিকাবদ্ধ করুন।

২। রোমীয় ১২:১-২ পদেও উত্তর দেওয়া রয়েছে যে কিভাবে আপনি "এক নম্বর হবার আশা" রোধ/বন্ধ করবেন। যখন পৌল বলেন, "দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর" অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, আমাদের মন, অনুভূতি এবং প্রত্যাশা একই সঙ্গে দৈহিক শরীর অবশ্যই যীশুর নিয়ন্ত্রনাধীন হতে হবে। "জীবিত বলিরূপে" এ কথার অর্থ হল আমাদের জীবনের সেই স্থানগুলোতে মৃত্যু বরণ করা যেখানে ঈশ্বরের সামনে আমরা এখনও নিজেদেরকে আগে স্থান দেই। অন্তত: ৩০ মিনিট সময় যাপন করুন নির্দিষ্ট উপায়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে যে আপনি এখনও কোন বিষয়ে "এক নম্বর হবার আশা" করেন। নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করুন।

আপনার চিন্তাসমূহ: (২ তিমথীয় ২:২২; মথি ৫:২৭-২৮)

আপনি কি কোন বই অথবা পত্রিকা পড়েন অথবা কোন সিনেমা দেখেন যা আপনার অপবিত্র চিন্তাকে জাগ্রত করে? আপনি কি আপনার মনকে আপনার বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচার বা লালসাপূর্ণ চিন্তা করতে সুযোগ দেন?

আপনার সম্পর্কসমূহ: (মথি ৫:২৩-২৪; ৬:১২-১৪)

সেই সব ব্যক্তির নাম তালিকাবদ্ধ করুন যাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল নেই। আপনি কি কারো প্রতি বিদ্বেষাপন্ন বা অসন্তুষ্ট আছেন? আপনার কি আপনার পিতা-মাতার সঙ্গে, স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে?

আপনার আচরণ: (ইফিষীয় ৪:৩১-৩২; ফিলিপীয় ২:১৪-১৫)

এমন কি কোন ব্যক্তি আছে যার প্রতি আপনি খারাপ আচরণ করছেন? আপনি কি অভিযোগ করেন? আকড়াইয়া ধরেন? সমালোচনা করেন? আপনি কি মিথ্যা বলেন, চুরি করেন অথবা ঠকান?

আপনার আকাঙ্খা: (মথি ৬:৩৩; কলসীয় ৩:৯-১০)

আপনি কি বস্তু জাতীয় সম্পদ(কাপড়-চোপড়, গাড়ি, অর্থ উপার্জন)-এর উপর খুব বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন?

আপনার দৈহিক শরীর (১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০)

আপনি কি আপনার শরীরের প্রতি যত্নহীন? আপনার কি এমন কোন অভ্যাস আছে যা আপনার শরীরকে কলুষিত বা দুর্বল করে তোলে?

৩। ফিলিপীয় ২:৩-১১ পদ পাঠ করুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন। আপনার খ্রীষ্টের মন রয়েছে। আপনার কি প্রয়োজন আপনার চিন্তায়, সম্পর্কে, আচরণে, আকাঙ্খায় এবং দৈহিক শরীরে রূপান্তরিত হতে যা তিনি চান তাঁর চিন্তা, সম্পর্ক, আচরণ, আকাঙ্খা এবং দৈহিক শরীরে রূপান্তরিত করতে? একটি কার্য প্রক্রিয়া লিখুন যা আপনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর আপনার প্রতিটি দিকে লক্ষ্য রাখতে চান। কোন কার্যক্রমটি আপনার প্রথমে গ্রহণ করা প্রয়োজন? কার্যক্রমের তাৎক্ষণিক ফলাফল লিখুন।

কার্যক্রম	অগ্রাধিকার	ফলাফল

৪। মথি ১৬:২৪ পদ মুখস্ত করুন এবং ধারাবাহিকভাবে আপনার দৈনিক নিরব সময়ে মার্ক পুস্তকটি পাঠ করুন।

মনে রাখুন: যেমনিভাবে আমরা মৃত্যু বরণ করব, ঈশ্বর তাঁর পরিবর্তে তাঁর নিজের জীবন দান করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

সেশন ৫

একজন পরিচালক হওয়া, খণ্ড ১

যখন আপনি যুবক/যুবতীদের নিয়ে কাজ করেন, কখনো কি ভেবেছেন, "কেন আমি এই কাজ করছি?" নিচের কার্যক্রমগুলো যাচাই করে দেখুন যা আপনাকে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে পরাভূত বা পরিশ্রান্ত করে।

- ❑ সভার পরে নাস্তা এবং ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশন করা।
- ❑ মণ্ডলীতে রিট্রিট চলাকালে শিক্ষার্থীদের বাইরের ঝোপ/মাঠ থেকে গীর্জাঘরের ভেতরে ধরে রাখা।
- ❑ যুব দলের সঙ্গে বাইরে কোথাও গেলে গাড়িতে এত জোড়ে গান চালানো যে গাড়ির জানালাগুলি যে কোন সময় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়।
- ❑ রিট্রিটে রান্না করার পরে হয়ত একজনও বলবে না "ধন্যবাদ"।
- ❑ সান্ডে স্কুলে সেই সব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করা যারা সেখানে থাকতে বা যোগ দিতেই চায় না।
- ❑ রবিবার রাতে একদল উদাসীন যুবক/যুবতীদের পরিচালনা দান করা।
- ❑ গান পরিচালনা করা যখন শিশু/কিশোররা গানই গাইতে চায় না।

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, "আমি যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এর চেয়ে বেশি কিছু করার রয়েছে যুবক/যুবতীদের জন্য"? যদি তাই হয়, তবে আপনি ঠিক স্থানে আছেন যেখানে আপনার থাকা প্রয়োজন। নেতৃত্ব/পরিচালনা দান করা একজন রাধুনি হওয়া, পানীয় পরিবেশনকারী, অথবা বাস ড্রাইভার হওয়া থেকেও আরো বেশি কিছু যুক্ত করে। প্রতিটি সেবাদানকারী কাজই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কোনটিই বিকল্প হতে পারে না আপনার মণ্ডলী বা সমাজের শিক্ষার্থীদের জন্য একজন আত্মিক পরিচালক হবার সঙ্গে।

ওয়েবস্টার অভিধান *পরিচালক* কথাটি এভাবে সংজ্ঞায়িত করে, "সামনে বা পাশে চলার মাধ্যমে অপরকে পথ দেখাবার বা কাজের নির্দেশ করার যোগ্যতা"। যদি আমরা এই সংজ্ঞাকে গবেষণা করি, তাহলে পরিচালক হওয়া সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। আমরা কাউকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি না, যদি আমরা সেখানে কখনো না যাই। আরেক কথায়, আমাদের জীবন যাপনের গুণগতমান নির্ধারণ করবে আমাদের প্রভাবিত করার পরিমাণ।

যেমনিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা করছি, আমাদের অবশ্যই ধারণা করতে হবে যে, যদি আমি আমার আত্মিক জীবনের প্রতি সঠিকভাবে যত্নবান হই, তবে ঈশ্বরই আমার পরিচর্যার প্রসারতার বিষয়ে যত্ন নিবেন।" সাধারণভাবে বলা হয়, নেতৃত্ব বা পরিচালনা হল একটি জীবনধারা। ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করতে পারেন অপরকে প্রভাবিত করার জন্য, কিন্তু আমাদের জীবনধারা পরিচালনার অনুপাতেই আমরা অপরকে প্রভাবিত করতে পারব। যীশুর অত্যন্ত নির্দিষ্ট নেতৃত্বদানের জীবনধারা ছিল। তিনি ৪টি ধাপে তার নেতৃত্ব দানের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন: (১) আমি এটা করি; (২) আমি এটা করি এবং আমার শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গে থাকে; (৩) আমার শিক্ষার্থীরা এটা করে এবং আমি তাদের সঙ্গে আছি; এবং (৪) আমার শিক্ষার্থীরা এটা করে এবং আমি পেছনে উৎসাহ প্রদানের জন্য আছি। আসুন আমরা এই প্রথম দুটি ধাপ এই সেশনে আলোচনা করি এবং পরবর্তী দুটি ধাপ পরের সেশনে আলোচনা করব।

আমি এটা করি

যীশু বলেন, "আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করি।" (যোহন ৮:২৯)। ঈশ্বর যা কিছু তাঁকে করতে আজ্ঞা দিবেন তিনি সবই করতে যীশু সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। অন্যদেরকে কার্যকরভাবে পরিচালনা দান করতে আমাদেরও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

"প্রভু, আমি সর্বদা তোমার সন্তোষজনক কাজ করতে চাই।" আমাদের জীবনধারা এমন হওয়া প্রয়োজন যে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে অন্যরা তা অনুসরণ করুক। আমরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে পথ না চলি অথবা প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপনের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে প্রত্যাশা না করি, শাস্ত্র পাঠ ও মুখস্ত না করি, বিশ্বাস সহভাগ অথবা অপরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন না করি, তবে আমরা যাদের পরিচালিত করব তাদের কাছ থেকে আমরা এগুলো আশা করতে পারি না। যেমনিভাবে আমরা পিতা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করর, অন্যরাও আমাদের অনুসরণ করতে চাইবে। পৌল যথেষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে এবং অপরের কাছে বলতে যে, "আমাকে স্মরণ করিয়া থাক" অথবা "আমার উদাহরণ অনুসরণ করে থাক" (১ করিন্থীয় ১১:১)। আমাদেরও ঠিক একই আস্থা থাকতে পারে যেমনি ভাবে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হব, তিনি যেমনটি চান আমরা তা অনুসরণ করার মাধ্যমে।

আমি এটা করি, এবং আমার শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গে থাকে

এক মিনিট সময় নিন যোহন ১৩:১-১০ পাঠ করতে। এই পদগুলি দেখায় যে যীশু মানুষ হিসেবে এমন একজন ছিলেন যিনি তাঁর শিষ্যদের সেবা করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তা করেছিলেন একেবারেই বাস্তব স্বচ্ছতার সঙ্গে। প্রতিটি পরিস্থিতিতেই, তিনি নিজেকে দুর্বল/নত করেছেন তাঁর শিষ্যদের প্রতি- যেমন তাদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন। অন্যরা অধিকাংশই শেখে আমাদের কাছ থেকে যখন আমরা তাদের সেবা করি স্বচ্ছতা প্রকাশের মাধ্যমে।

"স্বচ্ছ" হবার গুরুত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেমনিভাবে আমি কেন্ট নামে একজন হাইস্কুলের শিক্ষার্থীকে শিষ্যত্বের জন্য পরিচর্যা করছিলাম। আমি কেন্টকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে সাহায্য করতে কিছু কোচ (বড় সোফা) আমার ঘরে জায়গা পরিবর্তন করার জন্য। যখন আমরা প্রথম কোচটি দেয়ালের পাশ থেকে সরালাম, আমরা দেখলাম অনেক ময়লা আবর্জনা সেই কোচের পেছনে পড়ে আছে (আমার শিশুদের দ্বারা) – একটা বাসন মাজনি, কিছু পুরানো কিসমিস, কিছু খেলনা, এবং আরো অনেক আবর্জনা। আমি কেন্ট-এর দিকে তাকালাম, এবং বুঝতে পারলাম যে সে মনে মনে ভাবছে, "আবর্জনা আর আবর্জনায় ভরা"

আমরা নিচতলায় নামলাম বিছানা সহ কোচটি আনতে এবং যেখানে প্রথম কোচটি ছিল সেখানে রাখবার জন্য। যখন আমরা সেখানে গেলাম, সেটি খুললাম এবং দেখলাম একগাদা জিনিস-পত্রের দলা পাকানো মনে হচ্ছে বড় একটা বালিশ পরে আছে মেঝেতে। কেন্ট তা দেখে বিব্রত অবস্থায় দাড়িয়ে রইল এবং তার মুখে লাজুক হাসি দেখতে পেলাম। আমি বলতে পারি যে সে নিশ্চয়ই ভাবছিল, "ইস্, কি সস্তা বিছানা সহ কোচ"।

যাই হোক, আমাদের আরো একটি কোচ বাকি আছে সরাবার জন্য, কিন্তু এবার আমরা কিছু যৌক্তিক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। এই কোচটি হল ৮০"×৩৫" আর যে দরজা দিয়ে আমরা ঢুকতে চাচ্ছি তা নিশ্চয়ই ৭৯"×২৯"। আমরা চাপাচাপি করলাম, ঠেলাঠেলি করলাম, ঘেমে গেলাম এবং আমাদের আঙ্গলে চাপা লাগল। আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলাম এবং রাগান্বিত হয়ে গেলাম। যখন সে দেয়ালে ৬ ইঞ্চি চাঁছলো, আমি রাগ হয়ে গেলাম। পরে আমি আবার তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। কেন্ট দেখল আমার সংগ্রাম করা। সে আমাকে সেই কাজটি করতে দেখছিল। সে দেখতে লাগল আমাকে শুধু একজন শক্তিশালি ও প্রতিভাবান মানুষ হিসেবেই নয় বরং একজন ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বলতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবেও।

যখন আমরা কাউকে আমাদের পাশাপাশি বা সঙ্গে চলতে পরিচালিত করি, স্বাভাবিক প্রবণতা আসে যে আমরা নিজেদের কিছু বিষয় লুকিয়ে রাখতে চাই যা নির্দেশ করে যে সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। কিন্তু আমরা আমাদের সম্পর্কে সত্যতা জানি। আমাদের তা লুকাবার প্রয়োজন নেই। অপরকে পরিচালিত করার একটি অংশ হল তাদের কাছে খোলামেলা বা স্বচ্ছ হওয়া। তাদের এমন ধারণা দিতে হবে যে, "আমরা একই সঙ্গে যুক্ত" শুধুমাত্র সেই লোক আমাদের চিন্তা করতে পরিচালিত করছে, "আমি কখনো এমন হতে পারতাম না।" অপর দিকে, যখন আমরা খোলামেলা এবং সৎ হব, সেই লোক তখন বলবে, "সে তো খাঁটি নয়। তাহলে, আমিও তার সঙ্গ বেছে নিতে পারি! হয়ত আমিও অবশেষে খ্রীষ্টের অনুসারী হতে পারি।"

যখন লোকে আমাদের জীবনের পরিস্থিতি দেখে, সমস্যাপূর্ণ, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি পৌল কি বোঝাতে চেয়েছেন, "আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্ব্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে।" (২ করিন্থীয় ১২:৯) পৌল জানতেন, এবং আমরাও পারি, যে ঈশ্বরের শক্তি আমাদের দুর্ব্বলতাকে খাঁটি ও সবল করে তুলবে। নেতৃত্ব বা পরিচালনা দান করা হল একটি জীবনধারা- আমাদের জীবনধারা– উদাহরণ স্থাপন এবং দাসরূপ নেতৃত্ব। ঐ ধরণের নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৫

১। এই সেশনে অগ্রাধিকার দিন, একজন যুব পরিচালক হিসেবে কোন তিনটি দায়িত্ব সবচেয়ে আগে করার জন্য আপনি তালিকাবদ্ধ করেছেন? এই সেশনটি পাঠ করার ফলে কি আপনি আপনার তালিকা পরিবর্তন করতে চান?

২। পাঠ করুন যোহন ১৩:১-১০ পদ। যীশু কি ধরণের পরিচালনা দানের কথা বর্ণনা করেছেন? কেন এই ধরণের পরিচালনা দান করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

৩। আপনি কি শিক্ষার্থীদের সহজেই বলতে পারেন "আমার উদাহরণ অনুসরণ কর"? কেন? কেন নয়?

৪। কি কি কার্যক্রম আপনি এখন নিজেই করতে পারেন, কিন্তু সেখানে আপনি আরো কিছু শিক্ষার্থীদেরকেও যুক্ত করছেন? কমপক্ষে তিনটি কাজ তালিকাবদ্ধ করুন।

১।

২।

৩।

৫। একজন "স্বচ্ছ" পরিচালক হয়ে আপনি কেমন অনুভব করছেন? আপনার কি ভয়/সংশয় রয়েছে? সেই ভয়/সংশয় দূর করতে আপনি কি করতে পারেন?

৬। মুখস্ত করুন ২ করিন্থীয় ১২:৯ এবং ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপনের সময়ে মার্ক পুস্তকটি পাঠ করুন।

সেশন ৬
একজন পরিচালক হওয়া, খণ্ড ২

চিন্তা করুন আপনার বিগত দিনগুলোতে পরিচালনা দানের অভিজ্ঞতা যখন আপনি অনুভব করতেন যে কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে না। একথাও ঠিক যে, পরিচালনা দান এভাবে হবারও কথা নয়। যখন আপনি পরিচালনা দিবেন, লোকের অবশ্যই আপনাকে অনুসরণ করা উচিৎ। যেমনি ভাবে, আমরা আগের সেশনে আলোচিত দুটি নীতিমালা প্রয়োগ করেছি, শিক্ষার্থীরা আমাদের অনুসরণ করবে কারণ আমাদের জীবনধারার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা জাগরিত হবে যা আমাদের রয়েছে। যেমনি করে আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করব, তারা আমাদের কথা শুনতে চাইবে যা আমরা বলব কারণ আমাদের জীবনধারা রয়েছে তা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরার জন্য। প্রথম দুটি পরিচালনার নীতিমালা হল - "আমি করি" এবং "আমি করি এবং আমার শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গে থাকে"- তরুণদের সাহায্য করবে কিভাবে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত উদাহরণ এবং দাসরূপ পরিচালনা দানের মাধ্যমে। পরবর্তী পরিচালনা দানের দুটি নীতিমালা আমাদের অন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার উদাহরণ স্থাপনের উৎসকে পরিবর্তিত করবে এবং তারা নিজেরা উদাহরণ হবে ও নিজেরাই দাসরূপে সেবা করবে।

কোন এক ব্যক্তি বলেছেন: "আপনি নিজে মাছ ধরতে পারেন এবং কাউকে একদিনের জন্য খাওয়াতে পারেন, অথবা আপনি একজন লোককে শেখাতে পারেন কিভাবে মাছ ধরতে হয় এবং তাকে চিরদিনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।" যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য পরবর্তীগুলো করেছেন। তিনি পরিস্কারভাবে দেখিয়েছেন তাঁর পরবর্তী পরিচালনার দুটি নীতিমালা: "আমার শিক্ষার্থীরা করে এবং আমি তাদের সঙ্গে আছি;" এবং "আমার শিক্ষার্থীরা এটা করে এবং আমি পেছনে উৎসাহ প্রদানের জন্য আছি।"

আমার শিক্ষার্থীরা এটা করে এবং আমি তাদের সঙ্গে আছি

যীশুর শিষ্যেরা তাঁর পরিচর্যা কাজ দেখার পরে, তাদের সময় এসেছিল যখন তাদের নিজেদেরকেও একইভাবে পরিচর্যা কাজ করতে হয়েছিল। তিনি প্রথমে ৭২ জন শিষ্যদেরকে জোড়া জোড়া করে পাঠিয়েছিলেন "নেকড়েদের মধ্যে মেষপালদের মত" সামনে তাঁর দিকে এগিয়ে চলতে এবং তাঁর আগমনের কথা সবার কাছে বলতে (লূক ১০:১-৩)। তারা "বাইরে গিয়েছিল"। কিন্তু যীশু কখনোই দূরে সরে ছিলেন না। তিনি তাদের সরাসরি অভিজ্ঞতা দান করেছিলেন এ কাজ করার জন্য। তিনি তাদের একাজ করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তিনি তাদের যে সত্যতা এবং দক্ষতা শিখিয়েছিলেন তারা যেন সেই সত্যতা এবং দক্ষতা দৃঢ়ভাবে তাদের হৃদয়ে ধরে রাখে যেন সেগুলি কাজে ব্যবহার করতে পারে। তিনি তাদের কার্যক্ষেত্রে রত অবস্থায় প্রশিক্ষণ দান করেছেন।

সুতরাং তিনি তাদের কি করতে শিখিয়েছেন? যীশুর পরিচর্যা কাজের চারটি ধাপের প্রতিটিতে "এটা" অর্থ কি? আসুন এই পদগুলো পড়ি যাতে বুঝতে পারি যীশু তাদেরকে কি করতে বলেছেন।

যিশাইয় ৬১: ১-৩ পদ। মশীহ এসেছেন বিশেষত: তিনটি পরিচর্যা কাজ করতে: ১) সুসমাচার প্রচার করতে; ২) ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিতে; ৩) বন্দি লোকদের মুক্তি দিতে।

লূক ৪:১৮-১৯ পদ, যীশু মশীহ হিসেবে এসেছেন যিশাইয় ৬১:১-৩ পদে উল্লেখিত ভাববাণী পূর্ণ করতে। তিনি এসেছেন ১) সুসমাচার প্রচার করতে; ২) ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিতে; ৩) বন্দি লোকদের মুক্তি দিতে। যেমনিভাবে আমরা সুসমাচার পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ব, আমরা দেখব যীশু সেই কাজগুলিই করেছেন। যীশুর শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রতিটি কাজ দেখার জন্য। প্রতিদিন

তারা দেখেছে সুসমাচার প্রচার করতে, অন্ধকে দেখার শক্তি দিতে, খঞ্জকে হাঁটার শক্তি দিতে, মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকদের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করতে।

এবার মার্ক ৬:১২-১৩ পদ দেখি। কে এখন এই "এটা" করছে? যীশু না, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা। তারা ১) প্রচার করছে যাতে লোকে মন পরিবর্তন করে; ২) অসুস্থদের তৈলাভিষিক্ত করে এবং তাদের সুস্থ করে; এবং ৩) অনেক (কেবল একটি নয়) মন্দ আত্মা দূর করে। তারা "এটা" করেছিল– যীশুর পরিচর্যা কার্য হিসেবে।

এর পরে আসবে বৈপ্লবিকতা! যোহন ১৪:১২ পদে যীশু বলেন, ... "যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এই সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে; কেনা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;" কে যীশুর পরিচর্যা কাজে যুক্ত হতে চান? কেউ আছেন? এতে কি আপনি আমি যুক্ত হতে পারি? আপনি বাজি ধরেছেন? দুঃখের বিষয় যে আমাদের অনেকেরই সুযোগ লুণ্ঠন বা হরণ করা হয়েছে অনেক মণ্ডলীতেই। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি আপনার এবং আমার জন্য! আসলে, যদি আমরা যীশুর পরিচর্যা কাজ না করি, তবে আমরা কখনোই এই শিক্ষার্থী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারব না যারা তাঁর বার্তা জানে না, ভগ্ন হৃদয় এবং যাদের সুস্থতার প্রয়োজন, এবং যারা মদ্যপানে, ড্রাগ এবং যৌনতায় আসক্ত। যীশুর এই পরিচর্যা ব্যাতিরেকে আমাদের কোন আশাই নেই! এবং আমাদের অবশ্যই "এতে" যুক্ত হতে হবে।

আমার শিক্ষার্থীরা এটা করে এবং আমি পেছনে উৎসাহ প্রদানের জন্য আছি

যে তিন বৎসর যীশুর সঙ্গে শিষ্যেরা ছিল, তারা যীশুর করণীয় আশ্চর্য্য কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পরে তারা তাদের নিজেদের মাঝেও অলৌকিক কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যীশুর শক্তিতে। কিন্তু তারাও ক্রুশের মহান হতাশার সম্মুখীন হয়েছিল। শিষ্যেরা যীশুর সঙ্গে তাঁর অতিপ্রাকৃতিক/আশ্চর্য্য জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কিন্তু যীশুর পরিচর্যা তাদের জীবনে সম্পূর্ণ করতে একটি চুড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। যেমনিভাবে যীশু পুনরুত্থানের পরে স্বর্গারোহন করেছেন, তখন তিনি শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর আত্মা আসবে তাদের শক্তিপ্রাপ্ত ও অনুপ্রাণিত করতে। (লূক ২৪:৪৮-৪৯; প্রেরিত ১:৮)।

পরে তিনি তাদের উপর কর্মভার অর্পন করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করে। (মথি ২৮:১৮-২০)। যীশু পটভূমিতে বা পেছনে অবস্থান করলেন। তিনি তাদের শক্তিতে পরিপূর্ণ করলেন এবং পরে তাদের পরিচর্যার দায়িত্ব দিলেন। সেই সময় থেকে, পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব তাঁর শিষ্যদের উপরে অর্পিত হল যেমনি ভাবে তারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হল। এবং তাদের নেতৃত্বদানের মাধ্যমে পৃথিবী আর কখনোই আগের মত রইল না। আমরাও যেন তাদের মত আত্মায়-পরিপূর্ণ নেতৃবৃন্দ হতে পারি!

যখন আমরা হতে পারব, তখন আমাদের আর কোন মহা আনন্দ থাকবে না শুধু দেখা ব্যাতিরেকে যে ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করছেন শিক্ষার্থীদের সেই দিকে পরিচালিত করার জন্য যেখানে তারা যীশুর পরিচর্যা কাজ করতে পারবে। কি অপূর্ব এক সুযোগ! কি মহান এক চ্যালেঞ্জ!

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৬

১। বাইবেল ও সহায়িকা ব্যবহার করুন এবং পিতরের নেতা হিসেবে বৃদ্ধি লাভের বিষয়ে লক্ষ্য করুন। সুসমাচার সমূহে আরম্ভ করুন যখন খ্রীষ্ট প্রথম তাকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রেরিত ২ অধ্যায়ে তার বৃদ্ধি লাভ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করুন যেখানে ৩০০০ লোক তার প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিল। ("পিতর" সম্পর্কে আপনার বাইবেল সহায়িকায় দৃষ্টিপাত করুন।) আপনার নিজের সারসংক্ষেপ নিচে লিখুন।

২। পিতরের জীবন সম্পর্কে আপনার গবেষণার আলোকে, নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁকে অনুসরণের পূর্বে পিতর কি করতেন?

পিতর যীশুর কাছ থেকে নেতৃত্ব দানের কি দক্ষতাসমূহ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?

কখন পিতর গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হলেন একজন নেতা বা পরিচালক হবার জন্য?

৩। যীশুর নেতৃত্বদানের ৪টি মূল নীতিমালার ধরণের উপর প্রতিফলন করুন। পরে আপনার মতামত নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে লিখুন যে, কিভাবে আপনি নেতৃত্ব প্রদান করতে চান। সুনির্দিষ্ট হউন।

৪। এক মিনিট সময় নিন আপনার যুব দলের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে চিন্তা করতে। সেখানে কি এমন নির্দিষ্ট কেউ আছে যার সঙ্গে আপনার গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা শুরু করতে চান। সে কে? এখনই, থামুন এবং প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনাকে একটি সুন্দর সুযোগ করে দেন এই কাজ করার জন্য। যদি ঈশ্বর আপনাকে অনুমোদন করেন তাকে (শিক্ষার্থীকে) পরিচালিত করতে, তবে আপনি কি করবেন?

(পেছনের দিকে চিন্তা করুন যা আপনি বিগত দুটি সেশন ব্যাপী শিখেছেন।)

৫। মুখস্ত করুন যোহন ১৪:১২ এবং মার্ক পুস্তক থেকে আপনার দৈনিক বাইবেল পাঠ চালিয়ে যান।

সেশন ৭

শিক্ষার্থীদের পরিপক্কতার দিকে পরিচালিত করা, খণ্ড ১

যখন আপনি হাইস্কুলে ছিলেন তখন আপনার যুব দলে কত জন সদস্য ছিল? তাদের মধ্যে কত শতাংশ লোক এখনও খ্রীষ্টের সঙ্গে পথ চলছে বলে আপনি মনে করেন?

আপনার ধারণা সঠিক হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু একটি বৃহত্তম ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীর এক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যে, সকল শিক্ষার্থীদের থেকে মাত্র ৬ শতাংশ শিক্ষার্থীরা যারা হাইস্কুলে থাকাকালে মণ্ডলীতে যোগদান করেছে এবং যখন তারা কলেজে অথবা কাজে যোগদান করেছে তখনও তারা নিয়মিত ভাবে মণ্ডলীতে যোগদান করে থাকে। এই ধরণের পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে, "মণ্ডলীর মাঝে বৃদ্ধি পাওয়া" অগত্যা মানে এই নয় যে শিক্ষার্থীরা "যীশু খ্রীষ্টেতে বেড়ে উঠবে"। আমরা নিশ্চয়ই কিছু বাদ দিয়ে যাচ্ছি!

অধিকাংশ যুব পরিচর্যাই হল "এক মাইল চওড়া এবং এক ইঞ্চি গভীর।" তারা হল একটি অনুষ্ঠান মাত্র, মানুষ সম্পর্কিত নয়। তারা একটি ঘটনা, বিনোদন ও কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিশ্চয়ই আরো বেশি কিছু করতে হবে! করণীয় আছে! এটি শিষ্যত্ব গঠনে জড়িত। শিষ্যত্ব গঠন হল অনন্য কারণ এর মাধ্যমে, জীবন পরিবর্তিত হয়ে বাস্তবতায় পরিণত হয়।

শিষ্যত্ব গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবন রূপান্তরিত হবে। খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে, আমাদের "আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপণও করিলেন" (রোমীয় ৮:২৯)। অন্য কথায়, আমরা খ্রীষ্টেতে পরিপক্ক সেই পর্যায়ে যাতে আমরা খ্রীষ্টের অনুরূপ হতে শুরু করতে পারি। যীশু এবং পৌল উভয়েই বুঝতে পেরেছেন যে শিষ্যত্বের পরিবেশে উত্তম রূপে এই কাজ সঞ্চালিত হয়।

শিষ্যত্ব গঠনের ব্যবহারিক উপাদান সমূহ

পৌল শিষ্যত্ব গঠনের মূল্য বুঝতে পেরেছেন এবং জেনেছেন যে অন্যদের শিষ্যত্ব প্রদান হল আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির অপরিহার্য চাবিকাঠি। তিনি তীমথিয়কে কিছু ব্যবহারিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন যে কিভাবে অন্যদের শিষ্যত্ব প্রদান করা যায়: "অতএব, হে আমার বৎস, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান হও। আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সেই সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম" (২ তীমথিয় ২:১-২)। আসুন আরো গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি যে পৌল শিষ্যত্বের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে কি বলেছেন এবং চিহ্নিত করেছেন।

উপাদান # ১ প্রাপ্তি ("হে আমার বৎস, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান হও।")

যে কোন পরিস্থিতিতেই উত্তম পরিবেশ তৈরী করাই হল অপরিহার্য। বাড়িতে, স্কুলে, মণ্ডলীতে অথবা যে কোন জায়গাতেই। সঠিক পরিবেশ তৈরি বিশেষভাবে শিষ্য গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে পরিবেশ গঠন করতে চাই তা হল অনুগ্রহের পরিবেশ।

কেন অনেক শিক্ষার্থীরা, যারা মণ্ডলীতে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে অথবা হাইস্কুল পাশ করে তাদের "বিশ্বাস" পেছনে ফেলে রাখে? এটা ঘটে কারণ মণ্ডলী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আদান-প্রদান করে যীশুর নিয়ম অনুসরণের বিষয়ে, ধর্মনীতি এবং মণ্ডলীতে উপস্থিতি বিষয়ে, একটি গতিশীল ও যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে নয়।

আমরা "অনুগ্রহ"-এর অভাব অনুভব করেছি। এটা কি? "অনুগ্রহ হল ঈশ্বরের তাঁর ক্রুশ ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের মাঝে অলৌকিক ক্ষমতা।" অনুগ্রহ হল ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মাঝে জীবন্ত এবং খ্রীষ্টিয় জীবনে যাপনে আমাদের শক্তিযুক্ত করে।

মণ্ডলী যুব সমাজকে বলে তাদের যা জানা প্রয়োজন, চিন্তা করা, কাজ করা, বিশ্বাস করা এবং কেমন আচরণ করবে। *বাহ্যিক প্রেরণার* উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু অনুগ্রহ অভ্যন্তরীণ প্রেরণার উপর আলোকপাত করে। কিভাবে আমরা পবিত্র আত্মার প্রতি আবেদন করতে পারি আমাদের ছাত্রদের মাঝে? তাদের কি করতে হবে তা বলার পরিবর্তে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, "তোমরা কি মনে কর যে ঈশ্বর তোমাদের কি করতে বলছেন?" এই সাধারণ প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। তারা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীন প্রত্যয় বিকশিত করতে পারবে। যৌক্তিকতা এবং ধর্ম কখনোই শিক্ষার্থীদের এধরণের ঝুঁকি গ্রহণে সহায়তা করবে না। শুধুমাত্র অনুগ্রহের পরিবেশই তাদের উৎসাহিত করে যেন পবিত্র আত্মা মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে!

উপাদান # ২ সম্পর্ক ("যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ")

লি ছিল শিষ্য দলের প্রথম সদস্য। আমি পুনঃমূল্যায়ন করতে শুরু করেছিলাম আমাদের দলের অভিজ্ঞতা যখন আমি শুনতে পেলাম যে সে শিষ্যত্বের ক্লাশ শেষ করে যিহুদী নিশ্চিত করণের ক্লাশে যোগদান করতে আরম্ভ করেছে। তার কার্যক্রম আমাকে বুঝিয়ে দিল যে আমাদের শিষ্যত্বের দল তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেনি অর্থাৎ তার হৃদয়ে স্পর্শ করে নি। আমি জানতাম যে আমাদের তথ্যাবলি ভাল ছিল, কিন্তু আমরা ক্লাশরুমের ধারা অনুসারে অগ্রসর হয়েছিলাম। আমরা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সময় যাপন করিনি।

আমি লি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম জানবার জন্য যে আমাদের কি ভুল ছিল। আমরা একসঙ্গে নিয়মিত মিটিং করতে শুরু করলাম, এবং পরবর্তী কয়েক মাসে আমরা কিছু সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে খুঁজে পেলাম যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে লি'র সমস্যা ছিল। যখন আমরা ঠিক সমস্যাটি খুঁজে পেলাম, জানলাম যে সে কখনোই যীশু খ্রীষ্টকে সত্যিকারে গ্রহণ করেনি। আমাদের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে সে যীশুর কাছে তার জীবন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে। পরবর্তী কয়েক বছর যাবৎ সময় লেগেছে যদিও কিছুটা বেশি সময় লেগেছে তবুও এর সাহায্যে লি একজন ফলপ্রসূ শিষ্য হিসেবে বৃদ্ধি লাভ করেছে। আজ, লি আমেরিকার বৃহত্তর খ্রীষ্টিয়ান পত্রিকার সম্পাদক।

এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, আমি শিখেছি যে শিষ্যত্ব গঠন সম্ভব হয় ভালবাসা ও স্বীকৃতি প্রদানের পরিবেশে। এই ধরণের পরিবেশ বৃদ্ধি পায় কেবলমাত্র গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে যেমনিভাবে আমরা অপরের জীবনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে/সপে দেই।

উপাদান# ৩ প্রতিফলন ("...সমর্পণ কর")

যখন আমরা ব্যাংকে যাই নিরাপত্তা-ডিপোজিট বাক্স থেকে কিছু উত্তোলন করতে, আমরা তা একা করতে পারি না। আমাদের চাবির সঙ্গে ব্যাংকের অফিসিয়াল চাবিরও প্রয়োজন সেই বাক্স খুলতে। "সমর্পণ" শব্দটি দু'টি চাবি নেওয়াকে এবং নিরাপত্তা-ডিপোজিট বাক্স একসঙ্গে খোলাকে প্রকাশ করে।

যখন পৌল তীমথিয়কে "সমর্পণ" করতে বললেন, তার লক্ষ্য ছিল একটি বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন করা যার মাধ্যমে খ্রীষ্টের সম্পদ সেই বাক্স থেকে বের করতে পারি এবং অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারি। তীমথিয় এই ধরণের সম্পর্কের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে অন্যদের কাছে তুলে ধরার আগে, তার নিজের জীবনে অবশ্যই খ্রীষ্টের চরিত্র গচ্ছিত রাখতে হয়েছিল- তাঁর আচরণ, চিন্তাসমূহ, কার্যাবলি এবং অভ্যাসগুলি।

বিশ্বাসীদের আয়নার মত হতে আহ্বান করা হয়েছে যেন "প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত" (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। বাক্যটি হয়ত অতি সাধারণ কিন্তু সত্য: "খ্রীষ্টিয় ধর্ম ধরা হয়, শেখানো নয়।" যদি আমরা পরিচালক হিসেবে খ্রীষ্টকে অপরের কাছে প্রেরণ করতে নিযুক্ত হই, তাদের সম্মুখে আমাদের জীবনে অবশ্যই খ্রীষ্টকে প্রতিফলিত করতে হবে।

যেমনিভাবে অপরে আমাদের শিষ্যত্ব প্রক্রিয়া অনুকরণ করে আমরা :

- শিক্ষা দেব যেন তারা জ্ঞান লাভ করে
- প্রশিক্ষণ দেব যেন তারা দক্ষতা অর্জন করে
- গঠন করব যেন তারা চরিত্রে শক্তিপ্রাপ্ত হতে পারে
- প্রেরণ করব যেন তারা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য বহন করতে পারে

উপাদান # ৪ বাস্তবতা (...অনেক সাক্ষীর মুখে)

এই বাক্যাংশের অর্থ হল "বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির মাঝে"। একথা বারে বারেই প্রমাণিত যে, লোকেরা সেই সব নেতাদের কথায় ভাল সাড়া দেয় যারা সত্য বা বাস্তব। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে খুঁজে পাই "ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে" লোকদের সঙ্গে। কিন্তু আমি দেখেছি যে, আমি কিভাবে উড়িয়ে দিতে প্রতিক্রিয়া করি সেটি হল মুখ্য বিষয়, কিভাবে আমি উড়িয়ে দেই তা নয়। বাস্তব বা সৎ থাকার মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। বাস্তব বা সৎ হবার বিষয়ে পৌল যা বলেছেন এর মাধ্যমে উৎসাহিত হউন: "আর আমি তোমাদের কাছে দুর্ব্বলতা, ভয় ও মহাকম্পযুক্ত ছিলাম, আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়।" (১ করিন্থীয় ২:৩-৫)।

শিক্ষার্থীরা দেখবে খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে উভয় সময়েই বসবাস করে, যেমনিভাবে আমরা প্রতিদিনের পরিস্থিতিতে সাড়া দিয়ে থাকি আমাদের শক্তিতে এবং দুর্ব্বলতায়।

উপাদান # ৫ নিয়োগ প্রদান ("... বিশ্বস্ত লোকদিগকে)

কাকে শিষ্য হিসেবে গঠন করবেন? একবার আমি একজনের সঙ্গে কাজ করেছিলাম যে ছিল শিক্ষার্থীদলের প্রেসিডেন্ট, একজন বড় ফুটবল তারকা, এবং যার সম্পর্ক ছিল প্রধান চিয়ার লিডারের সঙ্গে। বাইরে থেকে তাকে দেখে মনে হয় সে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হবে অন্যদের শিষ্য হিসেবে গঠনের জন্য। সে প্রত্যাশা ব্যক্তও করল এই কার্যক্রমে যুক্ত হবার জন্য, কিন্তু আমি তার নাম তালিকায় যুক্ত করলাম না কারণ আমি অনুভব করলাম যে সে আসলে ঈশ্বরের জন্য গভীরভাবে ক্ষুধার্ত না। গ্র্যাজুয়েশনের পরে, ফুটবল খেলার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের জন্য তার যে সুনাম বা খ্যাতি ছিল সে তা হারালো। তার প্রেমিকা তাকে পরিত্যাগ করল। সে বিনম্র হল এবং সবকিছুর উর্দ্ধে ঈশ্বরকে পাবার আকাঙ্খা জাগতে শুরু হল তার মনে। ঠিক তখনই সে প্রস্তুত হল শিষ্যত্বের জন্য।

শিষ্য হবার জন্য যখন সময় আসে, তখন তার বাহিরে কেমন সে বিষয় জানার চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ সে ভেতরে কেমন। সম্ভাবনাময় শিষ্যদের হওয়া প্রয়োজন F-A-T:

- F- Faithful - বিশ্বস্ত- ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুসারে প্রত্যাশা করে

A- Available- সহজপ্রাপ্য- বৃদ্ধি লাভ করতে সময় যাপনে
T-Teachable- শিক্ষা প্রদান যোগ্য- শিখতে আগ্রহী

পৌল এই F-A-T পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন থিষলনীকীয় মণ্ডলীতে: "আমরা প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া তোমাদের সকলের নিমিত্ত সতত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি; আমরা তোমাদের বিশ্বাসের কার্য্য, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয় প্রত্যাশার ধৈর্য্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে অবিরত স্মরণ করিয়া থাকি;" (১ থিষলনীকীয় ১:২-৩)।

উপাদান # ৬, : পুনরুৎপাদন ("...যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম।")
পৌলের দর্শন ছিল শিষ্যত্ব প্রদান করার শুধুমাত্র তীমথিয়কে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিষ্যত্ব প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও যারা তাকে অনুসরণ করবে। পৌল শিষ্যত্বের ৪ টি ধাপের কথা ২ তীমথিয় ২:২ পদে উল্লেখ করেছেন:

- ১ম ধাপ - পৌল
- ২য় ধাপ - তীমথিয়
- ৩য় ধাপ - বিশ্বস্ত লোকসমূহ
- ৪র্থ ধাপ - অন্যরা

শিষ্যত্ব গঠন বৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ঠিক একই দর্শন থাকা প্রয়োজন।

আমি বিল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং শিষ্যত্ব আরম্ভ করলাম। ঠিক সেই সময়ে, বিল একজন সমকামীর বন্ধু হল যার নাম ছিল জন। তাদের বন্ধুত্বের মাধ্যমে, জন খ্রীষ্টিয়ান হল এবং বিল-এর মাধ্যমে শিষ্য হল যখন তারা উভয়েই সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি একটি আদান-প্রদানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছিল কমিউনিজমে আবদ্ধ হবার আগে।

কোন এক রবিবার মস্কো'র একটি ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করল, এবং উপাসনার শেষে একজন রাশিয়ান যুবক তাদের সঙ্গে কথা বলল। সে জানতে পারল যে তারা আমেরিকান ছিল, এবং কারণ সে ইংরেজিতে কথা বলল, সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। যেমনি করে তারা কথা বলতে লাগল, বিল এবং জন বুঝতে পারল যে সেই রাশিয়ান যুবক মণ্ডলীতে আসতো কারণ সে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

বিল এবং জন তাকে তাদের রুমে নিয়ে গেল। জন সেই দিনের বাকি অংশ যাপন করল সেই রাশিয়ান যুবকের সঙ্গে খ্রীষ্টকে বিষয় সহভাগের মাধ্যমে, কিন্তু সে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। যাই হোক, পরে সে জনকে লিখে জানাল যে সে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে। আশ্চর্য্যভাবে, সে বর্হিগমনের জন্য ভিসা পেল এবং যুক্তরাস্ট্রে বাইবেল এবং যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের জন্য আসল। বছর ব্যাপী সে একটি রেডিও অনুষ্ঠানে সুসমাচার প্রচার করত যার মাধ্যমে ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন রাশিয়ান লোক প্রতিদিন বার্তা পেত।

শিষ্যত্বের আত্মিক পুনরুৎপাদনের ফলাফল কখনো কখনো আমাদের প্রত্যাশা ও কল্পনাকে পেড়িয়ে যায়। আত্মিক পুনরুৎপাদন ঘটে যখন:

একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী

তার বিশ্বাস পুনরুৎপাদন করে অন্য পরিপক্ক বিশ্বাসীদের সঙ্গে

যেন তারা আবার তাদের বিশ্বাস পুনরুৎপাদন করতে পারে

অন্য পরিপক্ক বিশ্বাসীদের সঙ্গে।

এই পুনরুৎপাদন হল স্বাস্থকর শিষ্যত্বের লক্ষণ।

শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টে পরিপক্ক করতে সহায়তা করার মূল্য- সময়, শক্তি ও প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক উচ্চ। শিষ্য গঠনের প্রক্রিয়া যুব অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি নিবিড়, কিন্তু এর শেষ ফলাফল হল পরিবর্তিত জীবন। কেবলমাত্র কিছু সংখ্যকই আগ্রহী হয়ে থাকে এই শিষ্য গঠনের মূল্য দিতে, কিন্তু যে এর মূল্য দিবে সে গোটা পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে সহায়তা করবে। আপনি কি তাদের মধ্যে একজন হতে চান?

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৭

১। যেমনি ভাবে আমরা শিষ্যত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি "জীবন পরিবর্তন" এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং শুধু মাত্র "জ্ঞান অর্জন" নয়, কিছু সময় যাপন করুন ১ থিষলনীকীয় পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায় পড়ার জন্য। সেই সব নীতিমালার রূপরেখা লিপিবদ্ধ করুন যার কারণে পৌল একজন "জীবন পরিবর্তনকারী" হয়েছেন।

২। যেমনি ভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার চিন্তা করছেন, কি কি সমস্যা এবং সুযোগের আপনি মুখোমুখি হচ্ছেন?

৩। চিন্তা করুন কিছুদিন আগের এমন এক সময়ের কথা যখন আপনি অনুভব করছেন যে "উড়িয়ে দিতে" আপনার মণ্ডলীতে শিক্ষার্থীদের সামনে। কি ঘটেছিল? আপনার কেমন অনুভব হয়েছিল?

৪। এবারে আপনি পাঠ করুন ২ করিন্থীয় ১২: ৯ পদ। এই পদ আপনাকে কি বলে সব সময় একজন "সেরা" খ্রীষ্টিয়ান হবার অনুভূতি সম্পর্কে? কিভাবে ঈশ্বর অকৃতকার্যতার সময়ে আমাদের ব্যবহার করেন আপনার জীবনের চরিত্র উন্নয়নের জন্য এবং আপনার সঙ্গে সে শিক্ষার্থীরা কর্মরত তাদের জীবনেও?

৫। আপনার নিরাপত্তা ডিপোজিট বাক্সে "খ্রীষ্টের সম্পদ" কি রয়েছে যা আপনি অন্য শিষ্যদের কাছে পৌঁছে দিতে চান?

৬। আপনার যুব দলের কিছু F-A-T শিক্ষার্থীদের নাম উল্লেখ করুন। কোনটিকে আপনি শিষ্য হিসেবে গঠন করতে চান?

৭। আপনি কি সত্যিকারে একজন শিষ্য-গঠনকারী হতে চান? কেন এবং কেন নয়?

৮। মুখস্ত করুন ২ তীমথিয় ২:২। নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করা চালিয়ে যান এবং মার্ক পুস্তক পাঠ করুন

সেশন ৮

শিক্ষার্থীদের পরিপক্কতার দিকে পরিচালিত করা, খণ্ড ২

সেই ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করুন যারা আপনার বেড়ে ওঠার সময়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। এবারে এমন একজনের কথা ভাবুন যিনি আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কেন আপনি মনে করছেন যে তিনি আপনার জীবনে এরকম প্রভাব বিস্তার করেছেন?

নেতা হিসেবে, আজ আমরা শিক্ষার্থীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারি। যীশু বলেছেন কিভাবে আমরা অপরের জীবনে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারি। একটি মিনিট সময় নিন মথি ২৮:১৮-২০ পদ পাঠ করার জন্য। "শিষ্য কর" কথাটি গোল করুন, কারণ এগুলিই হল এই পদের মূল বাক্যাংশ।

পূর্বের সেশনে যে ৬টি উপাদান রয়েছে তা আমাদের পরিচর্যা কার্যক্রমকে নোঙ্গরের মত আঁকড়ে ধরে রেখেছে যেমনিভাবে আমরা অপরকে শিষ্য হিসেবে গঠন করব। এই সেশনে আলোচনা করব যে শিক্ষার্থীদের কি প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্টের দিকে পরিপক্কতায় বৃদ্ধি লাভে সহায়তা করতে পারি।

শিষ্য-গঠনের জন্য কর্তৃত্ব

শিষ্য গঠনের জন্য প্রাথমিক বিন্দু হল কর্তৃত্ব। যীশু বলেছেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে" (মথি ২৮:১৮)। এই কর্তৃত্ব নিয়ে, যীশুর পরম অধিকার ছিল তাঁর শক্তি স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের উপরে ব্যবহার করার। শিষ্য গঠন করা হল জীবন পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত কারণ ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা মানুষের জীবনে কাজ করে। অপরকে আমরা সত্যিকারে শিষ্য গঠন করার আগে, আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের অলৌকিক শক্তির উপরে ভিত্তি করে কর্তৃত্ব করতে হবে।

যীশু ঈশ্বরের কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক ছিলেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, "সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি" (লূক ১০:১৯)। একজন বিচারকের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা থাকে যখন তিনি কোর্টে উপস্থিত হন এবং এই ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয় উপরস্থ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। ঠিক সেই একই নীতি খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের জন্য সত্য।

কারণ খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব আমাদের আমাদের দেওয়া হয়েছে, এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আমাদের আয়ত্ত্বাধীন/ সহজলভ্য। তবুও কেন, অনেক মানুষই তাদের জীবনে আরো শক্তি/ক্ষমতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে না? এই সমস্যার বিস্তৃতি লাভ করে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার অভাব থেকে। ঈশ্বর আমাদের এমন শক্তি/ক্ষমতা দেন নি যা আমরা ব্যবহার করতে পারব না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ চিন্তা করুন, একজন বাবা এবং তার কিশোর ছেলের সম্পর্কের কথা চিন্তা করুন, গাড়ি চালানোর বিষয়ে। ছেলে চায় আরো কর্তৃত্ব, কিন্তু কখনো কখনো পরিপক্কতা বৃদ্ধির অভাবে স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং, বাবা ধীরে ধীরে তাকে সুযোগ দিতে থাকেন। ঠিক একই ভাবে, যীশুর কর্তৃত্ব আমাদের পরিপক্কতার মাত্রা অনুসারে আমাদের দেওয়া হয় যাতে আমরা তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। যেমনিভাবে একজন বিশ্বাসী পরিপক্ক হয়, তখন তাঁর আরো শক্তি তাদের থেকে অন্যদের প্রতি প্রবাহিত হতে থাকে।

শিষ্য-গঠনের প্রক্রিয়া

যুব নেতা হিসেবে, আমাদের উপর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে যেন "যাও এবং শিষ্য কর"। শিষ্য গঠনের মাধ্যমে অপরের জীবনে আমরা এমন প্রভাব ফেলতে পারি যাতে তারা পরিপক্কতায় বৃদ্ধি লাভ করবে। এই সেশনে, আমরা চারটি ধাপে পদক্ষেপের দিকে দৃষ্টিপাত করব, যা প্রত্যেক যুব নেতার প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের বেয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য। প্রতিটি পদক্ষেপ তার পূর্ববর্তী ধাপের উপর গঠিত।

১ম ধাপ: - প্রচার কর- যীশু বলেছেন, "যাও এবং শিষ্য কর"।

তাঁর এই কথাতে এটাই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে একজন শিক্ষার্থীকে শিষ্য হিসেবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করার আগে অবশ্যই নিজেকে শিষ্য হতে হবে। তাই, যদি আমরা শিষ্য-গঠনকারী হতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই আগে জানতে হবে কিভাবে একজনকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানাতে সাহায্য করতে হবে। নেতৃবৃন্দ হিসেবে, আমরা প্রাথমিক মণ্ডলীর উদাহরণ অনুসরণ করতে পারি। মাইকেল গ্রীন, একজন লেখক এবং অক্সফোর্ড মণ্ডলীর প্রচারক বলেছেন, প্রাথমিক মণ্ডলী "সুসমাচারের গল্প ছড়িয়েছে"। যীশু ছিলেন তাদের কথোপকথনের মূল বিষয় কারণ প্রাথমিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা গ্রহণ করেছিল যে প্রত্যেকেরই যীশু খ্রীষ্টকে জানতে হবে। যীশু প্রচারের নীতিমালাকে একটি আদর্শে পরিণত করেছেন। তিনি "আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিলেন। কিন্তু বিস্তার লোক দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।" (মথি ৯:৩৫-৩৮)

অপরের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস সহভাগ করা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হওয়া প্রয়োজন। যদি তাই হয়, তবে আমরা ইতিমধ্যেই শিষ্য গঠনের পথে আছি। আর যদি তা না হয়, তবে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গঠনের এবং যোগাযোগের বাসনা আপনার মনে দান করেন। এর পরে কারো কাছে সাহায্য চান দেখিয়ে দেবার জন্য যে কিভাবে অপরের কাছে খ্রীষ্টকে তুলে ধরতে হয়।

২য় ধাপ: প্রতিষ্ঠা কর - যীশু বলেছেন, "শিষ্য কর...বাপ্তাইজ কর"।

"শিষ্য কর" কথাটির সঙ্গে "বাপ্তাইজ কর" কথাটি যীশু যুক্ত করেছেন কারণ বাপ্তিস্মই চিহ্নিত করে যে কারা যীশুর সঙ্গে আছে। এটি ছিল তাঁর প্রত্যাশা যে মানুষ যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে চিহ্নিত হয়। একজন শিষ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, যীশু জানতেন যে আমাদের অবশ্যই "পতাকা উত্তোলন" করতে হবে যীশুর সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গঠনের বিষয়ে জানাতে। বাপ্তিস্ম হল একজন শিষ্যের অভ্যন্তরীন সত্যতার বাহ্যিক চিহ্ন।

বাপ্তিস্মের পরে বৃদ্ধি শুরু হয়। তরুণ-তরুণীরা তাদের পরিবারে পিতামাতার কাছ থেকে বিশেষ অভ্যাস ও আচরণগুলো গ্রহণ করে। ঠিক একই ভাবে, ঈশ্বরের সন্তানদেরও সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য পরিচর্যার প্রয়োজন যাতে তারা খ্রীষ্টের অভ্যাস ও আচরণগুলি প্রতিফলিত করতে পারে (দেখুন ১ থিষলনীকীয় ২:৭, ১১-১২)।

এই পরিচর্যা প্রক্রিয়া অতি চমৎকারভাবে প্রেরিত ২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যেমনিভাবে নতুন বিশ্বাসীরা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রেরিতদের শিক্ষার অনুগত হয়ে, তারা সহভাগিতার একটি পরিবেশে বেষ্টিত ছিল, "রুটি ভাঙ্গায়" (খাবার খাওয়ায়) এবং প্রার্থনায় মিলিত হত যেমনি করে তারা প্রতিদিন একসঙ্গে সাক্ষাৎ করত। শিষ্যরা যারা বিশ্বাসের এই প্রাথমিক বিষয়গুলি স্থাপন করেছিল তারা দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে উঠছিল।

৩য় ধাপ: সুসজ্জিত কর- যীশু বলেছেন, "শিষ্য কর...শিক্ষা দাও।"

যীশু তাঁর শিষ্যদের বুঝিয়েছেন যেন তারা তাদের বিশ্বাসের প্রাথমিক বিষয়গুলি থেকে অতিক্রম করে আরো বেশি কিছু করে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লাভের প্রক্রিয়ার একটি অংশ হল প্রস্তুতি "যেন পরিচর্য্যা কার্য্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়" (ইফিষীয় ৪:১২)। আমরা নতুন বিশ্বাসীদেরদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা বা গঠন করার পরে, পরবর্তী ধাপ হল তাদের সুসজ্জিত করা যেন তারা অন্যদেরকেও সুসজ্জিত করতে পারে।

শিষ্যরা সুসজ্জিত হয়ে উঠবে অন্যদের সুসজ্জিত করতে সাহায্য করার জন্য, ঠিক যেমনিভাবে একজন অদক্ষ ছুতোর মিস্ত্রি হয়ে ওঠে একজন দক্ষ কেবিনেট প্রস্তুতকারক- প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ের মাধ্যমে। যীশুর শিষ্যরা তাঁর দৃষ্টান্তগুলো পরিলক্ষিত করেছে, তাঁর শিক্ষা দেওয়া শুনেছে, এবং তাঁর আজ্ঞা বা আদেশ মান্য করেছে। তারাও তাঁর আত্মা লাভ করেছে। তারা নিজেরা সুসজ্জিত হয়েছে এবং সুসজ্জিতকারক হয়েছে।

প্রাথমিক মণ্ডলীও বুঝতে পেরেছিল সুসজ্জিত করার গুরুত্ব। তারা মনোনয়ন করেছিল "সাত জনকে... যারা সুখ্যাতিপন্ন এবং আত্মায় ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ" (প্রেরিত ৬:৩)। অন্যকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করতে সাহায্য করার জন্য এই লোকেরা পরিপূর্ণ সুসজ্জিত ছিল। একজন সুষ্ঠ শিষ্যের প্রধান চিহ্ন হল সে অন্যদের পরিচর্যা করে। যেমনিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিব অপরকে পরিচর্যা করার জন্য, তারাও যেন আমাদের মাঝে দেখতে পায় যে আমরাও খ্রীষ্টের পরিচর্যা করছি। (দেখুন সেশন ১৭-১৮)।

ধাপ ৪: প্রসারিত কর- যীশু বলেছেন, "সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর।"

পার্থিব পরিচর্যার চুড়ান্ত পরিসমাপ্তি হিসেবে যীশুর মনে এটাই ছিল। তিনি জানতেন যে, তাঁর সমস্ত কাজ তাঁর শিষ্যদের কাছে হস্তান্তর করে যাবেন। তাঁর শিষ্যদের যাবার জন্য এবং সমুদয় জাতিকে শিষ্য করার জন্য তিনি জানতেন যে তাদের পরিচর্যা কাজ প্রসারিত করতে শিখতে হবে। এটি সুস্পষ্ট যে শিষ্যরা যীশুর কাছ থেকে যথাযথভাবেই শিখেছিল কারণ প্রেরিত ১-৫ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে যে মণ্ডলীতে সদস্যদের যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় থেকেই মণ্ডলীগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে আদর্শ সূচকীয় বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

যেমনিভাবে একজন ব্যক্তি সম্প্রসারণ মাত্রায় অগ্রসর হয়, তখন শিষ্য এবং শিষ্য গঠনকারীর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। একজন শিক্ষার্থী এভাবে বর্ণনা করেছে: "যখন আমরা শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের সম্পর্ক ছিল 'পিতা-পুত্রের' মত। পরিচালক আমাদের প্রেরণা দিতেন, শিক্ষা দিতেন এবং পথ প্রদর্শন করতেন। পরে যেমনিভাবে সময় অতিক্রম হচ্ছিল, তিনি আমাকে দায়িত্ব দিলেন যেন আমি অন্যদের জন্য পরিচর্যা কাজ করি। সেই সময়ে আমরা আরো "সহযোগী" বা "অংশীদার" সম্পর্কে অগ্রসর হলাম। আমার মনে পড়ে আমাদের প্রায়ই বলা হত যে, শিষ্যদের দায়িত্ব হল তার কাজের বাইরেও নিজে আরো বেশি কাজ করা।"

যখন আমরা "সহযোগী" বা "অংশীদার" সম্পর্কে অগ্রসর হলাম আমাদের শিক্ষার্থী শিষ্যদের সঙ্গে, তখন আমরা আমাদের পরিচর্যা কাজ একজন থেকে অনেকের কাছে প্রসারিত করতে শুরু করলাম। এ ক্ষেত্রে, আমরা খ্রীষ্টের মহান আদেশ পালনের জন্য সঠিক পথেই ছিলাম।

শিষ্য-গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমনিভাবে আমরা অন্যদের সাহায্য করছি পরিপক্কতায় বৃদ্ধি করতে, আমরাও শিক্ষার্থীদের পরিচর্যার চূড়ান্ত ফলাফলের অভিজ্ঞতা অর্জন করব। আর আমরা প্রেরিত পৌলের মত বলতে পারব: "কেননা আমাদের প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট কি? আমাদের প্রভু যীশুর সাক্ষাতে তাঁহার আগমনকালে তোমরাই কি নও? বাস্তবিক তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দভূমি।" (১ থিষলনীকীয় ২:১৯-২০)।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৮

১। পর্যালোচনা করুন ৭ম ধাপ: প্রচার কর। মথি ৯:৩৫-৩৮ পদে লেখা যীশুর জীবনের চরিত্রের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার কাজকে সম্পর্কযুক্ত করতে কিভাবে আপনি চিন্তা করবেন:

তিনি অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। ----------

তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তিগত সাক্ষ্যবহনকারী। ----------

তিনি করুণাবিষ্ট হলেন। ----------

তিনি কার্যকারী হবার জন্য আহ্বান করলেন। ----------

তিনি আমাদের প্রার্থনা করতে বললেন। ----------

২। পাঠ করুন প্রেরিত ২: ৪১-৪৭। কেমন করে নতুন বিশ্বাসীদের দ্বারা প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীগুলো বৃদ্ধি পেতে লাগল? নিচে বর্ণিত এই রেখাচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে, উপযুক্ত পদগুলো যুক্ত করুন:

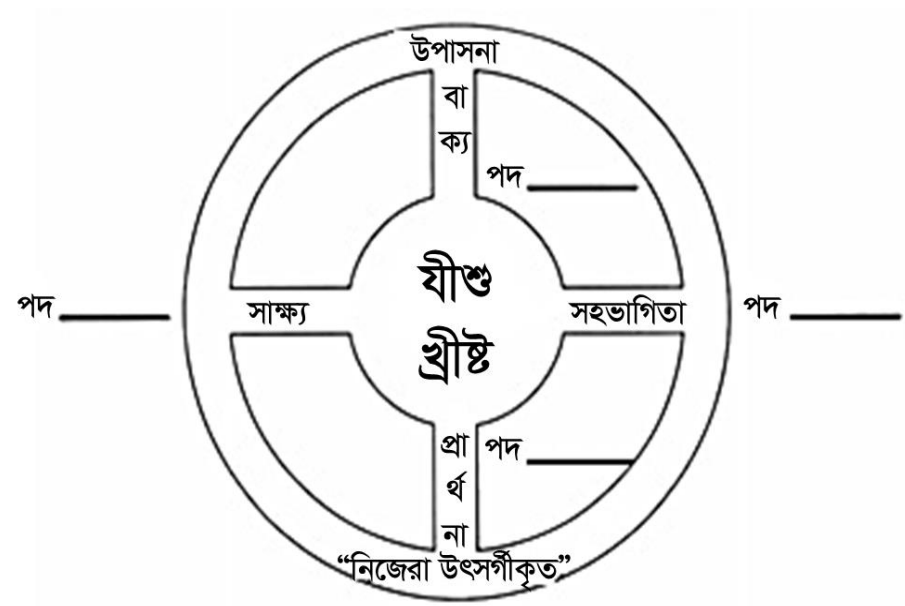

৩। পাঠ করুন ১ থিষলনীকীয় ১:৪-১০ এবং নিচের চার্টটি দেখুন। বর্ণনা করুন কিভাবে পৌল বিশ্বাসীদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কি ব্যবহারিক উপায়ে তার প্রতিটি নীতিমালা আপনি প্রয়োগ করতে পারেন যেমনিভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের শিষ্য করবেন?

১। তিনি তাদের বলেছেন কেন (পদ -------) ----------

কিভাবে পৌল তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন – ----------

কিভাবে আপনি এই নীতিমালা প্রয়োগ করবেন – ----------

২। তিনি তাদের দেখিয়েছেন কিভাবে (পদ -------) ----------

কিভাবে পৌল তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন – ----------

কিভাবে আপনি এই নীতিমালা প্রয়োগ করবেন – ----------

৩। তিনি তাদের আরম্ভ করিয়ে দিয়েছেন (পদ -------) ----------

কিভাবে পৌল তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন – ----------

কিভাবে আপনি এই নীতিমালা প্রয়োগ করবেন – ----------

৪। তিনি তাদের চলমান রেখেছেন (পদ -------) ----------

কিভাবে পৌল তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন – ----------

কিভাবে আপনি এই নীতিমালা প্রয়োগ করবেন – ----------

৫। তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন আত্মিক পুনরুৎপাদন করতে (পদ -------) ----------
---

কিভাবে পৌল তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন – ----------

কিভাবে আপনি এই নীতিমালা প্রয়োগ করবেন – ----------

৪। পাঠ করুন ১ থিষলনীকীয় ২:৪-১২ পদ। একজন প্রস্তুতকারক হতে ৫টি পূর্বশর্ত তালিকাবদ্ধ করুন। প্রতিটির পাশে বর্ণনা করুন যে, কেন অপরকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।

পূর্বশর্ত	পূর্বশর্তের প্রয়োজনীয়তা
(১)	
(২)	
(৩)	
(৪)	
(৫)	

৫। শিষ্যত্বের এই প্রক্রিয়ার (প্রচারকার্য, প্রতিষ্ঠা, প্রস্তুত করা এবং প্রসারিত করা) প্রভাব সম্পর্কে আপনার যুব দলে আপনি কি মনে করেন?

৬। কোন উপায়ে আপনার মণ্ডলী ইতিমধ্যেই শিষ্যত্বের প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করেছে? কোন উপায়ে শিষ্যত্ব গঠনের প্রক্রিয়া করা হয়নি?

৭। মুখস্থ করুন মথি ২৮:১৮-২০। মার্ক পুস্তক পাঠ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করা চালিয়ে যান।

সেশন ৯

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ, খণ্ড ১

আপনার হাইস্কুল জীবনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান। একটি মানসিক তালিকা করুন যা তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। তখন কি পোশাক পরা হত? লোকেরা কি গাড়ি চালাত? আপনি কি গান শুনতেন? শুক্রবার রাতে আপনি কি করতেন? কি ধরণের পার্টিতে আপনি যোগ দিতেন? আপনার হাইস্কুলের দিনগুলো থেকে কি পরিবর্তন এসেছে? কি পরিবর্তিত হয়নি?

মুখোমুখি হউন। আপনি পরিবর্তিত হয়েছেন! কিন্তু আপনিই শুধু একা নয়। একটি স্থানীয় হাইস্কুলের হলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যান, দেখবেন শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছে যেমনিভাবে আপনিও পরিবর্তিত হয়েছেন। ভিন্ন চুলের স্টাইল। ভিন্ন ধরণের পোশাক। ভিন্ন ধরণের গাড়ি। ভিন্ন ধরণের মান।

কিন্তু শিক্ষার্থীদের সাধারণ প্রয়োজনসমূহ একই রয়ে গেছে। সেই প্রয়োজনগুলি কি? এবং কিভাবে আমরা সেই প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারি?

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সমূহ

শিক্ষার্থীদের হিরো বা আদর্শ ব্যক্তি প্রয়োজন। এটি শুনতে কিছুটা জাগতিক লাগছে, তাই না? অথবা প্রাপ্তবয়স্ক? এটি সত্যিই নয়। কৈশরে, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের মান পদ্ধতি এবং জীবনধারা গঠন করে। তারা চারিদিকের লোকদের মাঝে এমন কাউকে খোঁজ করে যাকে তারা মনে করে সফল, তীক্ষ্ণ এবং জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। যুবক-যুবতীরা তাদের জীবনকে অনুসরণ করে এই ধরণের "আদর্শ ব্যক্তি"কে অনুসরণ করে জীবন সাজাতে চায়।

শিক্ষার্থীদের ভালোবাসার প্রয়োজন। গভীরভাবে, তাদের প্রয়োজন প্রেম পূর্ণ সম্পর্কের আদর্শ ব্যক্তি প্রয়োজন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অধিকাংশ পরিবারই প্রতি সপ্তাহে ৩৮ মিনিটেরও কম সময় যাপন করে অর্থপূর্ণ কথোপকথনের মাধ্যমে। এই ধরণের যোগাযোগের অভাবই শিক্ষার্থীদের ইঙ্গিত দেয় যে তারা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অনেক শিক্ষার্থী বাস করে শুধুমাত্র একজন অভিভাবকের সঙ্গে এবং তারা আরেকজনের পরিপূর্ণ ও সুসম্পর্কের আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। এবং অনেক যুবক-যুবতীরা দুইজন পিতামাতার পরিবারে থেকেও খুব কমই প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের অভিজ্ঞতা লাভ করে তাদের বাবা এবং মায়ের মাঝে। এর ফলে, অনেক শিক্ষার্থীরই ধারণা নেই যে সত্যিকারের ভালোবাসা কি।

শিক্ষার্থীদের আশা প্রয়োজন। অনেক শিক্ষার্থীই আজ হিতোপদেশ ১৩:১২ পদের সত্যতা উপলব্ধি করে: "আশাসিদ্ধির বিলম্ব হৃদয়ের পীড়াজনক; কিন্তু বাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষ" । হাইস্কুল ক্যাম্পাস ভরা এমন সব শিক্ষার্থীরা যারা মনে করে যে তারা নিচে নেমে গেছে তাদের পরিবার, তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের জীবনের দ্বারা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ থেকে পালাবার চেষ্টা করে নেশা, যৌনতা অথবা আত্মহত্যার মাধ্যমে। একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই তাদের আশা দিতে পারে যা "লজ্জাজনক হয় না" (রোমীয় ৫:৫)।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য প্রয়োজন। তারা এ ধরণের বিকৃত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে, "আমি কে?" "কেন আমি এখানে?" এবং "আমি কোথায় যাচ্ছি?" এই প্রশ্নগুলির উত্তর সহজ নয়। শিক্ষার্থীদের শোনা প্রয়োজন যে তাদের এর চেয়েও উত্তম বিকল্প আছে "শুধু পাবার মাধ্যমে"। তাদের জানা প্রয়োজন যে স্থায়ী উদ্দেশ্য পাওয়া যায় কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টতেই। কেবলমাত্র যখন

কেবলমাত্র যখন তারা আসবে "যেন আমি তাহাকে ও তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম জানিতে পারি" (ফিলিপীয় ৩:১০) তারা বুঝতে পারবে যে তারা সৃষ্টি হয়েছে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের কারণে।

যখন একই ধরনের প্রয়োজনের সম্মুখীন সকলে, যীশু বললেন: "শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।" (মথি ৯:৩৭-৩৮)। যীশুর এই উপদেশ বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের জন্যও একইভাবে সত্য ও প্রযোয্য। শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে আরো উন্মুক্ত হয়েছে পরিবর্তনের জন্য। এই সেশন একটি চমৎকার উপায় দেখাবে যে তিনি চান "কার্যকারী লোক পাঠাতে" আজকের শিক্ষার্থীদের পক্ক শস্য ক্ষেত্রে।

দৃঢ় সম্পর্ক গঠন

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশের জন্য অবশ্যই আমাদের প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সুসম্পর্ক গঠন করতে হবে। সুসম্পর্ক গঠনই মূল চাবিকাঠি। এই সুসম্পর্কের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারি যে যীশু খ্রীষ্টতেই অনন্ত জীবন পাওয়া যায়। দৃঢ় সম্পর্ক গঠনের জন্য আমাদের অবশ্যই তারা যেখানে, আমাদেরকেও সেখানে যেতে হবে।

যে লোক শিশুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য তারা যেখানে থাকে সে-ও সেখানে যেতে আগ্রহী, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

➢ *তরুণ হওয়ার বাসনা* (লূক ১৫:১-২; যোহন ১:১৪)। যদি আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছতে চাই, আমাদের অবশ্যই বয়স্কদের নিরাপদ, আরামদায়ক পরিবেশের জগৎ থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে এবং স্কুল ক্যাম্পাস বা স্থানীয় এলাকায় তাদের জগতে যেতে হবে। একটি হাইস্কুল ক্যাম্পাস পরিদর্শনের পরে একজন লোক বললেন, "তাদের মাঝে যাবার চিন্তা ছিল কিছুটা অদ্ভুত.....। যখন আপনি চিন্তা করবেন যে সেখানে কতজন শিক্ষার্থী আছে, সে বিষয়ে আপনার কিছুটা ভয় জাগবে মনে। যখন আপনি ভাবতে শুরু করবেন যে যদি তারা আমাকে গ্রহণ করে অথবা অগ্রাহ্য করে, তখন আপনার আরো উদ্বিগ্নতা বেড়ে যাবে। কিন্তু যখন আমি সেখানে গেলাম, আমি উপলব্ধি করলাম যে আমরা শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারি। আমি আশ্চার্য্যান্বিত হলাম যে শুধুমাত্র তাদের ক্যাম্পাসে যাবার মাধ্যমে কত নতুন সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল।"

➢ *তরুণদের বন্ধুত্ব জয়লাভ করার বাসনা* (১ থিষলনীকীয় ২:৮)। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় যাপনই হল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষার্থীরা ভালোবাসা বানান করে, স-ম-য়। যেমনি করে আমরা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সময় যাপনের মাধ্যমে তাদের কোন বিষয়ে আগ্রহ এবং কি প্রয়োজন সে বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করব তখন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হতে শুরু করবে। একজন যুব নেতা বলেছেন, "শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যোগায় সেই সব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যারা মণ্ডলীর বাইরে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের ক্যাম্পাসে থাকার মাধ্যমে তারা অনুভব করে যে তারা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ তারা ঠিক। তারা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ!"

➢ *তরুণদের যীশুকে জানতে আসা দেখার জন্য বাসনা* (মথি ৪:১৯)। সহজলভ্য এবং তরুনদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নশীলতাই ধীরে ধীরে তাদের কাছে সুস্পষ্ট, দৃঢ় এবং প্রেমপূর্ণভাবে তুলে ধরার সুযোগ করে দেবে। যেমনিভাবে একজন পরিচালক বলেছেন, "এরচেয়ে আর এমন কোন আনন্দময় মুহূর্ত হয় না, যখন শিক্ষার্থীদের একজনের সঙ্গে একজন বসে যীশু খ্রীষ্টের কথা বলা এবং পরে তাকে সাহায্য করা যেন সে যীশুকে তার জীবনে আসতে আহ্বান জানায়।"

শিক্ষার্থীদের ভালোবাসতে আগ্রহী তারা যেভাবেই থাকুক (লূক ৫:১২-১৬)। আজকের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল প্রেম। চেষ্টা করবেন ভীত না হতে তাদের কার্যক্রম, রাগ অথবা হতাশা দেখে। শিক্ষার্থীরা তাদের আচরণের মাঝে কাঁদছে সত্যিকারের সম্পর্কের জন্য। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচর্যা কার্যে যুক্ত হবার মাধ্যমে আপনি সুযোগ পাবেন আপনার নিজের অনুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে এবং তাদের সত্যিকারে ভালবাসতে শুরু করবেন। একজন যুব নেতা সংক্ষেপে বলেছে এভাবে: "ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজের অংশগ্রহণের ফলে, আমি শিক্ষার্থীদের প্রতি মহান মমতা অনুভব করেছি। সত্যিকারে তাদের যা প্রয়োজন তা হল ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা এবং এমন কোন ব্যক্তি যে তাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারে।"

আপনার যুব পরিচর্যার শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য কয়েক মিনিট সময় নিন। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনাকে তাঁর প্রেম প্রদান করেন যেন আপনি তাদের ভালোবাসতে পারেন। আপনার কি কি অসাধারণ তালন্ত বা প্রতিভা রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে? ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন কিভাবে আপনি এই তালন্ত বা ঈশ্বরদত্ত উপহার সমূহ ব্যবহার করবেন শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা কাজ শুরু করার জন্য।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ৯

১। শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতির কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনি কিছু দিনেই লক্ষ্য করেছেন?

২। পাঠ করুন লূক ৫:১২-১৬। যীশুর কি গুণাবলী ছিল যার কারণে সেই লোকের অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেয় তিনি তাকে স্পর্শ করলেন?

৩। লূক ৫:১২-১৬ পদে শিক্ষার্থীদের জীবন স্পর্শ সম্পর্কে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন?

৪। কারা সেই সব শিক্ষার্থী যাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে আপনি আরো শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন যেখানে তারা রয়েছে?

৫। আপনি কি আপনার দিক থেকে একটি বাসনা অনুভব করেন অ-বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে? কেন? কেন নয়?

৬। মুখস্ত করুন মথি ৯: ৩৭-৩৮। মার্ক অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সময় যাপন করা নিয়মিত চালিয়ে যান।

সেশন ১০
শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ, খণ্ড ২

সাধু জন আমাদের ছাত্র সংস্কৃতির মধ্যে পদবিন্যাস করার ভয়কে জয় করা সম্পর্কে একটি নিখুঁত প্রতিকার দিয়েছেন: নিখুঁত ভালবাসা। "সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়" (১ যোহন ৪:১৮)। সাধু জন দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। প্রথমত:, খ্রীষ্টের জন্য আমাদের ভালবাসাই আমাদের অনুপ্রাণিত করবে শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন তা করতে। দ্বিতীয়ত, যেমনিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের জানব তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা অনুভব করতে শুরু করব যে আমরা সবাই একই পরিবারের বা একই ঘরের। নিচে কয়েকটি টিপস্ দেওয়া হয়েছে যা আমাদের সাহায্য করবে "গিয়ারে ঢোকা" যেমনিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করি।

➢ *প্রার্থনা।* "যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।" ফিলিপীয় ৪:১৩। খ্রীষ্টই একমাত্র যিনি আমাদের সাহায্য করেন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার প্রাথমিক ভয়কে জয় করতে। তাঁর প্রতিশ্রুতি ও বিধান দাবি জানান, এবং নতুন ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করতে ঈশ্বরের শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন (ফিলিপীয় ৪:৬-৭)।

➢ *সহিংসতার সহিত চিন্তা করুন।* যেখানে শিক্ষার্থী আছে সেখানে প্রবেশ করা আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হতে পারে, "এটা আমার ব্যক্তিত্ব নয়।" কিন্তু একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আমরা সবাই "মনুষ্যধারী" (মথি ৪:১৯ পদ)। একজন জেলে কখনোই আশা করে না যে, মাছ লাফ দিয়ে তার নৌকায় উঠে আসবে। যেখানে মাছ আছে সে সেখানেই যায় এবং খুব কঠোরভাবে চেষ্টা করে যেন মাছ তার জালে ধরা পরে। এই কারনেই আমাদের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে যাওয়ার, যেখানে শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ভীক যুব কার্যকারীর প্রয়োজন রয়েছে "মাছ ধরতে যাও"।

➢ *মিশতে বা সংযুক্ত হতে হবে।* পাপীদের সাথে মিশতে যীশুর কোন ভয় ছিল না। তিনি পাপীদের সাথে কথা বলতেন এবং একসাথে খেতেন। যেমনিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে মিশি, এটা খুবই আশ্চর্য্যজনক যে, তখন আমাদের ভয় অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তাদের চাহিদার উপর বেশি গুরত্বারোপ করি ।

➢ *শিক্ষার্থীদের পরিচিতি/সনাক্তকরণ।* সনাক্তকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ আইন সংঘটিত হয়েছিল যখন আমাদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে যীশু একজন মানুষ হিসাবে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন (যোহন ১:১৪)। ঠিক একই উপায়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের দুঃখ ব্যাথা শনাক্ত করতে হবে, তাদের সমস্যা, আনন্দ, এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা শনাক্ত করতে হবে যেন যীশুকে তাদের কাছে প্রকাশ করা যায়।

➢ *সংবেদশীলতার সহিত প্রতিক্রিয়া।* যীশু খ্রীষ্টের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদা বুঝার। শিক্ষার্থীদের নিয়াময়ের একটি আলিঙ্গন স্পর্শ প্রয়োজন হতে পারে, তার পিঠে হাত দিয়ে প্রসংশা করা, কারো কাধে মাথা রেখে কাঁদতে পারা, বা কারো উপরে নির্ভর করতে পারে। আমরা যেন তাদের জন্য ঠিক এরকমই বন্ধু হতে পারি।

➢ *আত্ম বিশ্বাসের সহিত চলা।* একজন ধর্মযাজক হিসেবে পৌল নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দেখত, কিন্তু অন্য লোকেরা তাকে এইভাবে দেখত না। (২ করিন্থীয় ৫:২০)। তিনি জানতেন যে, তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কোথায় যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা হয়তো সবসময় বুঝতে পারে না যে, আমরা কি করছি। কিন্তু খ্রীষ্টের একজন দূত হিসাবে আমরা জানব যে তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন।

➢ *মানুষের প্রতি যত্নবান।* সাধু পৌল তার জীবনের সবটুকু সময় অতিবাহিত করেছেন মানুষের সেবায়। তিনি অন্যদের এমনভাবে ভালবাসতেন যেমনি একজন মা তার শিশুকে ভালবাসেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি লোকদেরকে শুধু ঈশ্বরের সুসমাচারই দেননি কিন্তু তার নিজের জীবনও দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন। (১ থিষলনীকীয় ১:২:৭-৮)। যেমনিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করি, তাদের সাথে একটি যত্নশীল সম্পর্ক থাকার চেয়ে আর কোন কিছুই গুরত্বপূর্ণ হতে পারে না।

শুরু করা

আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে এই নীতিমালাগুলো একবার অনুসরণ করা শুরু করলে, আমরা লক্ষ্য করব যে, আমাদের ভয় দূরীভূত হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সত্যিকারের ভালবাসা কাজ করবে। কিভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের জগতে প্রবেশ করতে পারি?

ধাপ # ১ অনুমতি নিন। যদি আমরা গোড়া থেকে শুরু করতে চাই এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমরা কে এবং কি করতে চাই তা পূর্ব থেকেই অবগত করতে হবে। আমরা এটা বলে শুরু করতে পারি যে, আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য যত্নশীল এবং আমরা তাদের সাহায্য করতে চাই। আপনি যেকোন সাহায্য করার জন্য প্রস্তাব দিতে পারেন। যদি আপনি একজন পিতা বা মাতা হউন, তাহলে তো দ্বার ইতিমধ্যে উন্মুক্ত। আর যদি না হউন, তাহলে এই পদ্ধতি দ্বার উন্মুক্ত করতে সাহায্য করবে। অনেক সময় অনুরোধ বা দাবী করার ফল সব সময় ইতিবাচক হয় না, এমনকি একটি বাইবেল অধ্যয়ন বা একটি সমাবেশ করার মত যোগ্য কারন থাকলেও হয় না। তা থেকে দূরে থাকুন।

এমন কি যদি স্কুল বন্ধ ও ক্যাম্পাসে দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ করা হয়, তারপরও এই পদ্ধতি কাজ করবে। যদি আমরা স্কুলের বাইরে শিক্ষার্থীদের বিকল্প বিষয়ে সৃজনশীল কার্যক্রম অনুসরণ করি (ফুটবল অনুশীলন, ড্রিল দলের অনুশীলন, শিক্ষার্থীদের হাঁটার পথে, এলাকায় ঘোরাফেরার সময়, বল খেলার সময়, গানের অনুশীলন, নাটক অনুশীলনের ইত্যাদি) এটা শিক্ষার্থীদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য বেশ সহজ একটি উপায়। আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য একটি উপায় বের করতে পারি যেখানে শিক্ষার্থীরা আছে।

ধাপ # ২ শ্রেষ্ঠ সময় নির্বাচন করুন। আপনার দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সময়সূচীর মধ্যে মানানসই। কিছু সম্ভাব্য বিকল্প:

- স্কুলে যাওয়ার পূর্বে- শিক্ষার্থীদের স্কুল পর্যন্ত পৌছে দিতে পারেন। স্কুলে তাদের সাথে দেখা করতে পারেন এবং ক্লাশরুম পর্যন্ত তাদের সাথে হেঁটে যেতে পারেন।
- দুপুরের খাবার সময়- স্কুলের ক্যাফিটারিয়ায় বসে শিক্ষার্থীদের সাথে খেতে পারেন। আপনার মন্ডলীর একজন যুবকের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করতে পারেন। সেখানে যাওয়ার জন্য এটা একটা ভাল কারণ হবে। তারপর তারা তাদের বন্ধুদের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। বা দুপুরের খাবারের জন্য আপনি একদল শিক্ষার্থীকে বাইরে নিয়ে যেতে পারেন। নিশ্চিত হউন তাদের যাওয়ার অনুমতি আছে কিনা।
- পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম- একটি ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হউন, স্কুলে খেলা ধূলার জন্য একজন কোচ, একটি দলের একজন যাজক ইত্যাদি। স্কুলের খেলাধূলা, ম্যাচ, নাটক, গেম এবং স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন।
- স্কুলের পরে/সন্ধ্যায়- শিক্ষার্থীদের সাথে এলাকায় ঘোরাফেরা করার জন্য "নিয়মিত" সেখানে যেতে হবে এবং সময় কাটাতে হবে।

ধাপ # ৩- প্রার্থনার মাধ্যমে আনার সম্পর্ককে ঘিরে রাখুন। আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনায় মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে, মিলিত হওয়ার সময়, এবং তাদের সাথে মিটিং শেষ হওয়ার পরে প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা শুধুমাত্র আমাদের ভয়কে উপশম করতে সাহায্য করে না, এটির মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের প্রস্তুতির সুযোগ দেয় যেন, আমরা শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে পারি।

ধাপ # ৪- নতুন শিক্ষার্থীদের সাথে মিলিত হওয়া চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যে শিক্ষার্থীদের জানি ও পছন্দ করি তাদের সাথে সব সময় কাটানোর একটা প্রবনতা থাকে। কখনো এই ফাঁদে পরবেন না। **আমাদের** নিজেদের একটি নিয়মানুবর্তিতা থাকা আবশ্যক যেন সময় অনুসারে বিভিন্ন দলের সাথে এবং নতুন নতুন মানুষের সাথে নিয়মিত সময় ব্যয় করতে হবে।

ধাপ # ৫- কখনো স্কুলের সময় বা সুযোগ সুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনার হয়তো প্রলোভন আসতে পারে ধর্মীয় সভা করার জন্য একটি কক্ষ পেতে, বা খ্রীষ্টিয়ান ক্লাবের জন্য বা সমাবেশ বা মিটিং করার জন্য একটি সময় অনুরোধ করতে পারেন। প্রলোভনকে প্রতিহত করুন! প্রথমে স্কুলের নেতৃবৃন্দের সাথে একটি আস্থাশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ক্যাম্পাসে প্রবেশের জন্য সবসময় একটি কারণ থাকতে হবে। স্কুল প্রসাশনের অনুমতি ছাড়া স্কুলের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান যেমন- সমাবেশ, র‍্যালি, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান যা জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত আছে তাতে অনুমতি ছাড়া অংশগ্রহণ করবেন না।

আমাদের ক্যাম্পাসের ভিতরে বা বাইরে নিম্নলিখিত মৌলিক টিপস্‌গুলো মনে রাখতে হবে:

- শিক্ষার্থীদের সবা দেওয়ার পথ খুঁজতে হবে।
- নামগুলো শিখার অভ্যাস করতে হবে।
- আত্মনির্ভরশীল হতে হবে।
- অপমানজনক বা ব্যঙ্গাত্মক বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে।
- সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

সম্পর্ক গড়ে তুলুন, কিন্তু গীর্জা নিয়ে প্রচার করবেন না। ক্যাম্পাসে যীশু খ্রীষ্টকে প্রচার করবেন না কিন্তু শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিরপেক্ষ আলাপ আলোচনা করতে পারেন। স্কুলের এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে সেবা দান করুন।

যদি আমরা প্রেম, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি, তাহলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হবে জানতে আমরা কে? তারপর আমাদের করণীয় তা হলো তাদের কাছে সব বলতে হবে।

কার্যকর পদক্ষেপ > সেশন ১০

১। এই সেশনে বর্ণিত বাইবেলের মূলনীতিমালাগুলো ব্যবহার করুন। আপনি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কাজ করতে আপনার যে ব্যক্তিগত ভয়ভীতি রয়েছে তা কিভাবে দূর করবেন?

২। প্রতি সপ্তাহে আপনার চারপাশের বা ক্যাম্পাসের অবিশ্বাসীদের সাথে দেখা করতে ও তাদের সঙ্গে কাজ শুরু করতে আপনার কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

৩। আপনার স্থানীয় ক্যাম্পাস এবং শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা এখনই শুরু করুন:

স্কুলে কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে:

ছাত্র নেতাদের নাম:

প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ:

অ্যাথলেটিক প্রোগ্রাম:

কোচদের নাম:

পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম:

দর্শকদের জন্য নিয়মাবলী:

স্কুল উপদেষ্টাদের নাম:

ক্লাব:

স্থানীয় কথ্য/আঞ্চলিক ভাষা:

৪। ভাল সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোন সময় এবং কার্যক্রম বেশি উপযোগী হবে?

৫। তিনজন অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের নাম লিখুন যাদেরকে আপনি জানেন। প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তাদের নামের পাশে উল্লেখ করুন।

১।

২।

৩।

৬। বাকি কোয়ার্টারে আপনার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিটি সভার রেকর্ড রাখুন। নিম্নলিখিত তথ্যগুলো অন্তভুর্ক্ত করুন:

শিক্ষার্থীর নাম	তারিখ	সময়	স্থান	কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

৭। মুখস্ত করুন ১ থিষলনীকীয় ২:৮। প্রতিদিন আপনার ঈশ্বরের সাথে একাকী সময় যাপন চালিয়ে যান।

সেশন ১১
শিক্ষার্থীদের কাছে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করা

সেই সব শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করুন যাদের আপনি চেনেন। নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরে আরো কিছু কার্যক্রম তালিকাভুক্ত করুন যাতে তারা আনন্দ ও উত্তেজনাপূর্ণ অনুভূতি উপভোগ করবে। আপনার তালিকাতে কি "গীর্জায় যাওয়া" যুক্ত করবেন? সম্ভবত না! প্রায়ই গীর্জায় যাবার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে আবেদন বা অনুরোধ করা হয় না। যদি না হয়, অবশ্যই, যাদের তারা সম্মান করে তাদেরকে অনুরোধ করুন যেন তারা যায় অথবা যদি না হয় বলুন যে গীর্জাঘর হচ্ছে "যাবার মত একটি স্থান"।

যে কোন গীর্জাই হতে পারে "যাবার মত একটি স্থান।" যখন যীশু জনতার মাঝে কথা বলতেন, তিনি এমন ধরণের কাজ করতেন যা ছিল চমকপ্রদ। তিনি তাদের মনোযোগ ধরে রাখতেন এবং শ্রোতার সম্মান লাভ করতেন। আমাদের মণ্ডলীগুলোও শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছতে পারে যীশু খ্রীষ্টের জন্য বিভিন্ন উপায়ে। যদি আমরা মণ্ডলীর সভাগুলি চমকপ্রদ করি, খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষার্থীরা তাদের হারানো বন্ধুদের নিয়ে আসতে ভয় পাবে না। এবং সেই সব হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরাও মণ্ডলীতে আসতে আনন্দিত ও উৎসাহিত হবে।

বর্হিনাগালের জন্য প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি একটি উত্তেজনাপূর্ণ বা আনন্দপূর্ণ সম্মেলনস্থান প্রদান করে যাতে অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে পৌঁছানো যায়।

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম কি?

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম হল *একটি সভা যেখানে খ্রীষ্টের আহ্বানগুলি উপস্থাপন করা হয়।* যীশু নিজেকে অন্যদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য জীবনের পরিস্থিতিগুলো ব্যবহার করেছেন। কূপের কাছে শমরীয়া নারীর কাছে তিনি ছিলেন "জীবন জল"। মৎসধারী আন্দ্রিয় ও পিতরের কাছে তিনি ছিলেন একজন "মনুষ্যধারী"। তিনি ছিলেন "উত্তম মেষপালক" এবং "মহান চিকিৎসক"। এবং আজও প্রয়োজন যীশুকে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা বা উপস্থাপন করা যেভাবে তারা সহজে বুঝতে পারবে ও সম্পর্কযুক্ত হতে পারবে।

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম *একদল শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে।* যীশু যেখানেই গিয়েছেন, জনতা তার প্রতি আকর্ষিত হত। মার্ক আমাদের বলেন: "পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে এত অধিক লোক একত্র হইল যে, তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে বসিলেন, এবং সমাগত লোক সকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল" (মার্ক ৪:১)। একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের "সমাগত" জনতা যুক্ত করে।

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে যেন তারা অবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসে। যীশু লেবি নামে একজন করগ্রাহীকে আহ্বান করেছিলেন যেন সে যীশুকে অনুসরণ করে এবং শিষ্য হয়। পরবর্তীতে, লেবির ঘরে একটি আনন্দপূর্ণ সমাবেশ হয়েছিল যাতে তার সকল বন্ধুরাও যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে। "তৎপরে তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখিলেন, লেবি নামে একজন করগ্রাহী করগ্রহণ-স্থানে বসিয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে তিনি সকলই পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। পরে লেবি আপন বাটীতে তাঁহার নিমিত্ত বড় এক ভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং অনেক করগ্রাহী ও অন্য অন্য লোক তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল।" (লূক ৫:২৭-২৯)। ঠিক একইভাবে, একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম একটি আনন্দপূর্ণ স্থান প্রদান করে বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের জন্য যাতে তারা তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসতে পারে।

কেন একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ?

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম একটি সভা প্রদান করে যা যুবক-যুবতীদের মন বা চিন্তা অনুযায়ী কাঠামোবদ্ধ বা সাজানো। একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম চার্চ বোর্ডের, ডিকনদের অথবা অন্য কোন বয়সের দলীয় (যদিও তাদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ) প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিকল্পিত হওয়া উচিত নয়।

ডিকনদের অথবা অন্য কোন বয়সের দলীয় (যদিও তাদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ) প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিকল্পিত হওয়া উচিত নয়। যখন যুবক-যুবতীরা এই পরিবেশে সাচ্ছন্দ অনুভব করবে, তারা তাদের আরো বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাতে উৎসাহী হবে।

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম প্রচারের উপর গুরুত্ব দেয়। সময় এবং অর্থ বাহিরের অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করুন এবং এর মাধ্যমেই অবিশ্বাসীদের এই প্রচার কার্যক্রমে উপচিয়া পড়তে সহায়তা করবে। এই প্রচার কার্যক্রম আপনার পরিচর্যাকে আলোকপাত করবে।

একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে। বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য শুধুমাত্র একটি সুন্দর সময় এবং যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলারই সময় নয়, এটি এমন একটি সময় যখন তারা দেখবে যে তাদের বন্ধুরা যীশুকে জানতে এসেছে। বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম এক বৃহৎ সুযোগ আনায়ন করে শিষ্যত্ব দলের শিক্ষার্থীদের জন্য যাতে তারা তাদের বন্ধুদের কাছে বার্তা পৌঁছতে পারে।

শিষ্যত্ব গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধুদের নিয়ে আসতে পারে, তাদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে, সেবা করতে পারে, উপদেশ দিতে পারে, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে তাদের সহায়তা করতে পারে এবং পরবর্তীতে তাদের আরো সামনের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারে।

বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম পাঁচটি মূল নীতিমালাকে একত্রে সংযুক্ত করে আনতে সহায়তা করে। যখন প্রাপ্ত বয়স্ক নেতৃবৃন্দ (নেতৃত্ব দল) শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছায় (সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করে), এবং যখন শিক্ষার্থীরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (শিষ্যত্ব দল), অতঃপর একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম শক্তিশালী একটি হাতিয়ারে পরিণত হয় যার মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা যায়।

বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রমের সফলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসে না। যেমনিভাবে আমরা একে উপস্থাপন করব বা তুলে ধরব তার উপরেই নির্ভর করবে এর সফলতা অথবা অকৃতকার্যতা। কিছু বিষয় শুরু থেকেই একে ধ্বংস করতে পারে।

➢ যখন প্রাপ্ত বয়স্ক নেতৃবৃন্দ হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদেরকে না জানে। একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম সত্যিকারে বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম হবে না যদি সেই সভা কার্য্য শুধুমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়েই হয়। যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি শিক্ষার্থীদের যীশু খ্রীষ্টকে অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরার মত শিক্ষা দিয়ে পরিচালিত না করে, তবে আমাদের শিক্ষার্থী শিষ্যরাও একই আচরণ অনুসরণ করবে এবং তাদের মনেও সেই ইচ্ছা জাগ্রত হবে না যাতে তারা তাদের বন্ধুদের কাছে যীশু খ্রীষ্টকে তুলে ধরতে পারে।

➢ যদি বিশ্বাসী শিক্ষার্থীরাই শিষ্য না হয় তবে তাদের স্বাক্ষ্য দেবার জন্য কোন উৎসাহ থাকবে না। আসুন আমরা এর সম্মুখীন হই, শিক্ষার্থীরা কখনোই খ্রীষ্টের কাছে আসবে না সাহসী হয়ে, বিশ্বাসী হয়ে সেই সব শিক্ষার্থীদের কথায় যারা তাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা সহভাগ করেছে। যখন শিক্ষার্থীরা শিষ্য হবে, তাদের শুধু বিশ্বাস সহভাগ করার যোগ্যতাই বৃদ্ধি পারে না, কিন্তু তারা উৎসাহ এবং শক্তি লাভ করবে যা পবিত্র আত্মা তাদের প্রদান করবে তাদের বন্ধুদেরকেও অনুপ্রাণিত করতে এবং তাদের প্রভাবিত করতে। কেবলমাত্র তখনই তারা তাদের বন্ধুদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে যীশু খ্রীষ্টের জন্য।

কখন আমরা বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম শুরু করতে পারি?

যুব কার্যকারীরা সহজেই যে কোন কার্যক্রম পরিকল্পনার ফাঁদে পড়তে পারে। যদিও এই কার্যক্রমে অনেক যুবক-যুবতীরা যুক্ত থাকবে, তবুও এটি অকৃতকার্য হতে পারে দীর্ঘ সময়ের জন্য কারণ নতুন বিশ্বাসীরা এই সভায় খুব কমই সংযুক্ত খ্রীষ্টের দেহের সঙ্গে নিয়মিত যত্ন এবং শিষ্যত্বের মাধ্যমে। তাই বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম পরিকল্পনার পূর্বে কিছু গঠনকারী ব্লক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যদি সেই গঠনকারী ব্লকগুলি না থাকে, তবে বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম অকৃতকার্য হবে।

গঠনকারী ব্লক # ১ - প্রাপ্ত বয়স্ক নেতৃবৃন্দ অবশ্যই সংযুক্ত থাকবে।

নেতৃত্ব দলের জানা প্রয়োজন কখন পরিচর্যা কার্যক্রম প্রস্তুত একটি বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম করার জন্য। এটি করার জন্য কি কি প্রয়োজন? তারা কি অর্থ ও সময় ব্যয় করার জন্য আগ্রহী? পাঁচটি মূল নীতিমালার অন্যান্য নীতিমালাগুলি কি সঠিকভাবে কার্যকর? নেতৃত্ব দল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এই প্রশ্নগুলি এবং অন্যান্য প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই আমাদের দিতে হবে।

গঠনকারী ব্লক # ২ - শিষ্যত্বের জন্য শিক্ষার্থীরা অবশ্যই যুক্ত থাকবে।

শিষ্যত্ব গভীরতা এবং একটি দর্শন সৃষ্টি করে যাতে বোঝা যায় যে ঈশ্বর তাদের মাধ্যমে কি করতে পারে। তারা শিষ্যত্ব দলে বৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে ওঠে যে তারা অন্য শিক্ষার্থীদেরকেও দেখতে চায় যেন তারা খ্রীষ্টকে জানাতে পারে। সক্রিয় শিষ্যত্বের ফলে দৃঢ় শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করার মাধ্যমে বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রম কার্যকর করা সম্ভব।

গঠনকারী ব্লক # ৩ - শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সক্রিয়ভাবে তাদের বিশ্বাস সহভাগ করতে যুক্ত থাকতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা প্রচার করার মনোবাসনা বৃদ্ধি না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের বন্ধুদের আনবার জন্য দায়িত্বের বোঝা অনুভব করবে না। একটি বড় প্রশ্ন: কিভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করতে পারি তাদের বিশ্বাস সহভাগ করার জন্য?

গঠনকারী ব্লক # ৪- নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করবে।

কিভাবে আমরা বর্হিনাগালে প্রচার কার্যক্রমে অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা করতে পারি যদি আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্কই স্থাপন না করি? সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করাই হল মণ্ডলীর সঙ্গে অবিশ্বাসী যুবক-যুবতীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটি সেতুর মত। প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিক্ষার্থী হিসেবে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে হবে, তারাই একটি পথ উন্মুক্ত করবে যার মাধ্যমে তারা শিক্ষার্থীদের বর্হিনাগালে প্রচারের কার্যক্রমে আনতে পারবে।

গঠনকারী ব্লক # ৫ মন্ডলীর নেতৃত্বের সমর্থন আবশ্যক।

যুব পরিচর্যা কাজে যাজক এবং মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের সমর্থন পাজেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের মতো। একটি পরামর্শ: যাজক এবং মন্ডলীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য পাঁচটি মূলনীতির সমগ্র কৌশল (৩ থেকে ৪ পৃষ্ঠা) লিপিবদ্ধ করুন । এতে তারা সঠিকভাবে জানতে পারবে যুব পরিচর্যার কাজের নেতৃত্ব । এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে।

গঠনকারী ব্লক # ৬ পথ দেখাতে পিতা ঈশ্বরকে আহ্বান করুন।

ঈশ্বরের তাঁর সময় অনুযায়ী আমাদের অতি ক্ষুদ্রতম বিষয়েও উপায় করে দেন, যেটা হয়তো আমাদের অতি উত্তম পরিকল্পনার সঙ্গে মিলে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রার্থনা করুন! পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় তাঁকে আহ্বান করুন, তাঁকে বলুন, তাঁর ক্ষমতা যেন তিনি নিজেই সেখানে দেখান।

যদি মূল্য থাকে, এটা ঠিক যে মূল্য আছে! শুরু করার পূর্বে আপনি খরচ গণনা করুন।

কর্মসূচী > সেশন ১১

১। একজন খ্রিষ্টান হিসাবে আপনার পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা ভাবুন। কি "ঘটনা" আপনি মনে করেন যেটা আপনার কাছে খুবই অর্থপূর্ণ ছিল? কি অর্থপূর্ণ করেছিল?

২। ১ রাজাবলি ১৮:২০-৪০ পদ অনুযায়ী কোন বিষয়টি আউটরিচ অনুষ্ঠানকে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ করেছিল?

৩। এক জন পথভ্রষ্ট বা হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থী, যাকে আপনি জানেন তার চাহিদাগুলো মূল্যায়ন করুন। তাকে সাহায্য করার জন্য কিভাবে একটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সাজাতে পারেন?

৪। আউটরিচ প্রোগ্রাম হচ্ছে আপনার মন্ডলীর জন্য একটি টেকসই বিকল্প পথ। যেখানে আপনি আপনার সময় দিতে পারেন এবং আপনার অগ্রাধিকার রয়েছে। একটা টেকসই বিকল্প পথে পরিনত করতে কি করা প্রয়োজন?

আপনি যদি একটি আউটরিচ প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিতে চান তাহলে আপনি কিভাবে অন্যান্য কার্যক্রমের এবং পুনরায় মূল্যায়নের উপর অগ্রাধিকার দিবেন?

৫। যোহন ৭:৩৭-৩৮ মুখস্ত করুন এবং ঈশ্বরের সাথে একাকী সময় যাপনে অবিরত থাকুন।

সেশন ১২
সমস্ত কিছু একত্রীকরণ

গত এগারোটি সেশনে আমরা অপরিহার্য উপাদানগুলো পরীক্ষা করেছি যা অন্তর্ভূক্ত করে, একটি সুস্থ, সুন্দর সুষম যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা; খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব, নেতৃত্বদানকারী দল, শিষ্যত্বদের দল, ব্যক্তিগত ধর্মপ্রচার এবং আউটরিচ প্রোগ্রাম। এখন সময় হয়েছে কিছু সময় বিরতি নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার:

- "একজন নেতা হিসাবে আমার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি?"
- "আমাদের যুব পরিচর্যা কাজের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি?"

এই দুটি প্রশ্নই একে অপরের সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃত পক্ষে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একজন নেতা হিসাবে আপনার উদ্দেশ্য এবং আপনার যুব পরিচর্যার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হতে পারে। ইফিষীয় ৪: ১১-১৬ পদ আমাদের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। অংশটুকু অধ্যয়ন করুন এবং এই বাক্যাংশে কি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

সফল পরিচর্যার ফলাফল

যখন আমরা ইফিষীয় ৪:১১-১৬ পদে বর্ণিত, আমাদের পরিচর্যার কাজের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি তখন সেটা অনুসরণ করি এবং আমরা একটি নির্দিষ্ট ফলাফলের আশা করতে পারি।

- দলকে সামগ্রিকভাবে, বিশ্বাস এবং জ্ঞানে সম্বন্বিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। (ইফিষীয় ৪:১২)।
- প্রতি সদস্যের "পরিপক্ক হতে হবে" খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ অর্জনে। (ইফিষীয় ৪:১৩)।
- যুব পরিচর্যা কাজে নেতৃবৃন্দের ভূমিকা থাকবে। (ইফিষীয় ৪:১১)।

সকলেই এ কাজে জড়িত (যুব পুরোহিত, সেচ্ছাসেবক, পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীরা) এবং সবাই একত্রে খ্রীষ্টেতে পরিপক্কতা লাভ করবে।

পরিপক্কতার লক্ষণ

"পরিপক্কতা লাভ" পরিবর্তনকে বোঝা। "যেন আমরা আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে তরঙ্গাহত এবং এবং যে সে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত না হই" (ইফিষীয় ৪:১৪)। এবং তারা হবে "প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হয়ে কথা বলিবে"। সেই সত্য এবং প্রেম দলের ("সমস্ত দেহ") সকল বিষয়ই তাহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যিনি মস্তক, তিনিই খ্রীষ্ট।" (ইফিষীয় ৪:১৫)। এভাবেই দলের প্রত্যেকে "সংলগ্ন ও সংযুক্ত" হইয়া কাজ করিবে। (ইফিষীয় ৪:১৬)।

কি এক উদ্দেশ্য! **নেতৃবৃন্দদের অংশগ্রহণে** (প্রাপ্ত বয়স্করা, স্বেচ্ছাসেবকরা, পিতামাতারা এবং শিক্ষার্থীরা) একত্রে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি পরিপক্কতার দিকে চালিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে একটি দল হিসাবে সবাই যেন পরিপক্কতার দিকে চালিত হয়।

কেন্দ্রিয় উদ্দেশ্য

এটা আমাদের আগের প্রশ্নের কাছে নিয়ে যায়, যেটা এই সেশনের শুরুতে করা হয়েছিল।

একজন নেতা হিসাবে আমার জন্য "ঈশ্বরের উদ্দেশ্য" কি? উত্তরটি খুবই গুরত্বপূর্ণ; নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ। যীশুকে আদর্শ করে পাঁচটি প্রধান মূলনীতির মাধ্যমে, এই উদ্দেশ্যে আপনার জায়গা খুঁজে পাবেন।

এখনই, কিছু সময় প্রার্থনায় যাপন করুন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, তিনি ইতিমধ্যে আপনাকে সাহায্য করেছেন অন্যদের সাহায্য করতে "পরিপক্ক হয়ে"। তাঁর কাছে যাচঞা করুন যেন, তিনি আপনার মধ্যে একটি গভীর আকাঙ্খা তৈরি করে ইফিষীয় ৪:১১-১৬ পদগুলো দেখতে এবং আপনার জীবনে এবং আপানার মন্ডলীর যুব পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করতে। তাঁর কাছে যাচঞা করুন যেন, তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেন কিভাবে এই প্রধান পাঁচটি মূলনীতি পূর্ণ বিস্তারে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

কর্মসূচী > সেশন ১২

১। আপনি কতটুকু পরিপক্কতা লাভ করেছেন অন্যদের পরিপক্ক করে তুলতে? কি নিদিষ্ট পদক্ষেপ আপনি নিতে পারেন অন্যদেরকে আরো ভাল পরিপক্ক করতে?

২। ইফিষীয় ৪:১১-১৫ পদের আলোকে আপনার মণ্ডলীর যুব পরিচর্যা এবং প্রধান পাঁচটি মূলনীতি সম্পর্কে চিন্তা করুন, আপনি কিভাবে এটা মূল্যায়ন করবেন? শেষ হলে, আপনার উত্তরগুলি সেই উত্তরের সাথে তুলনা করুন যেটা আপনি ২নং সেশনের ২নং প্রশ্নের জন্য দিয়েছিলেন।

	বর্তমানে আমরা কোথায়	আমাদের কোথায় দেখতে চাই
খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব		
নেতৃত্বদানকারী দল		
শিষ্যত্বের দল		
ব্যক্তিগত ধর্মপ্রচার		
আউটরিচ অনুষ্ঠান (ঘটনাবলী)		

৩। আপনি কিভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন যারা আপনার যুব পরিচর্যা কাজে জড়িত? পরিচর্যা কাজে জড়িত সমস্ত শিক্ষার্থীদের একটি ডাটা (তথ্য) তৈরি করুন। অনুরূপভাবে পিতামাতা এবং সেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি তালিকা তৈরি করুন। তাদের নাম অনুসারে বসান সি, এনসি, বা এনএস।

খ্রীষ্টিয়ান (সি)	অ-খ্রীষ্টিয়ান (এনসি)	নিশ্চিত না (এনএস)

আপনার যুব পরিচর্যায় খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষার্থী, পিতামাতা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আপনি কিভাবে শ্রেণীবিভক্ত করবেন?

নতুন বিশ্বাসী	শিষ্য হয়েছে	অন্যদের শিষ্যত্ব করছে

[এটা শুরু থেকেই আপনাকে সাহায্য করবে, তারা যেখানে আছে তা থেকে পরিবর্তন করে যেখানে তাদের প্রয়োজন সেখানে আনতে।]

৪। নিম্নে কার্য্যের ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ছকটি পূরণ করুন:

কার্য্য পরিকল্পনা	খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব	নেতৃত্ব দানকারী দল	শিষ্যত্ব দল	ব্যক্তিগত ধর্মপ্রচার	আউটরিচ ঘটনাবলী
কোন লক্ষ্যগুলো সম্পন্ন করতে হবে?					
লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে?					
আপনার প্রথম পদক্ষেপ কি হবে? আপনি কখন এটা শুরু করবেন?					
আপনি কি কি বাঁধার সম্মুখীন হবেন?					
আপনি কিভাবে আপনারা বাঁধাকে জয়/পরাস্ত করবেন? আপনি কিভাবে আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করবেন?					

৫। ইফিষীয় ৪: ১১-১৬ পদ মুখস্ত করুন। ঈশ্বরের সাথে আপনার একাকী সময় যাপন চালিয়ে যান এবং মার্ক পুস্তক অধ্যয়ন করুন।

মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: *শিক্ষার্থীদের পরিচালনা দানের জন্য দক্ষতা ও ক্ষমতা* বইয়ের দিকে অগ্রসর হবার পূর্বে নিশ্চিত হউন যে আপনি *জীবন ও পরিচর্যার জন্য একটি দর্শন* বইয়ের সমস্ত পূর্বশর্ত সম্পন্ন করেছেন (প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন, মুখস্ত পদ সমূহ, এবং সাপ্তাহিক পাঠ এবং প্রজেক্ট সমূহ)

আলোচনা গাইড/নির্দেশিকা

যেহেতু বিভিন্ন লোক দলের নেতৃত্ব দিবে, সেহেতু একজন নেতা হিসেবে আপনি সেই সপ্তাহের জন্য উপযুক্ত আলোচনা নির্দেশিকার প্রতি নির্দেশ করে তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। প্রশ্নাবলী এবং পরামর্শ তাদেরকে সহায়তা করবেন প্রতিটি সেশনের মূল বিষয়টি জানতে ও বুঝতে।

সেশন ১ (দলীয় কার্যক্রম)

১। প্রত্যেকের সঙ্গে পূর্বেই যোগাযোগ করুন এই বিশেষ সভায় যোগদান করার বিষয়ে নিশ্চিত হতে যে, সে এতে অংশগ্রহণ করতে পরিকল্পনা করছে।

২। প্রত্যেকের প্রার্থনার অনুরোধ পূর্বেই সংগ্রহ করুন এবং কপি তৈরি করুন (প্রত্যেকের অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে) যাতে অর্ধ দিবস প্রার্থনায় সবার হাতে দিতে পারেন। প্রত্যেককে উৎসাহিত করুন এই সমস্ত প্রার্থনার অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করে "অপরের জন্য প্রার্থনা" করার সময়ে।

৩। অর্ধ দিবস প্রার্থনার পরে যখন আবার দলগুলি পুনরায় একত্রিত হবে তখন মূল্যায়ন প্রশ্নমালার একটি সেট তৈরী করে দিন। ("এটি কি একটি উপকারী অভিজ্ঞতা ছিল?" "যদি হয়, তবে গভীর প্রার্থনায় রত থাকতে প্রায়ই কোন বিষয়গুলি আমাদের বাঁধা প্রদান করে থাকে?" "কিভাবে আমরা এরকম আরো নিয়মিত প্রার্থনা করতে পারি?")

৪। অর্ধ দিবস প্রার্থনা যা কিছু দলের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তা সংগ্রহ করুন। (নির্দেশনা বা পরামর্শের জন্য সেশন ১ এর তালিকা দেখুন।) এছাড়াও মণ্ডলীর যুবক/যুবতীদের, অন্য যুব নেতাদের, শিক্ষকদের এবং স্থানীয় স্কুলের কোচদের তালিকা করুন, যাতে এই দল তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

সেশন ২

১। প্রত্যেককে লেখার এবং বলার সুযোগ দিন যে তিনটি উল্লেখযোগ্য ভাবে ঈশ্বর তাদের জীবনে কাজ করেছে এই পাঠ্যক্রমের এবং/অথবা দলীয় সেশনের মাধ্যমে।

২। চারটি দলে বিভক্ত করুন। প্রত্যেক দলকে মার্ক পুস্তকের প্রথম চার অধ্যায় পাঠ করতে নির্দেশনা দিন। তাদের বলুন যেন তারা লক্ষ্য করে যে যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজে কি নীতিমালা অনুসরণ করেছে। দলে মিলিত হউন এবং রিপোর্ট বা প্রতিবেদন দিন।

৩। যীশু কেন্দ্রিক পরিচর্যা কার্যক্রমের পাঁচটি মূল নীতিমালা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন। সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝিয়ে বলুন। তাদের জানতে দিন যে দলের সকলে শিখবে কিভাবে তারা যুব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারবে পরবর্তী বার সপ্তাহে।

৪। দলকে নির্দেশ দিন যাতে তারা একজনকে মনোনয়ন করে কার্যকর পদক্ষেপ #৩ এর জন্য।

৫। আলোচনা করুন: *আপনার বর্তমান যুব পরিচর্যা কি ঐ ধরণের শিক্ষার্থী গঠন করতে সমর্থ? কেন? কেন নয়?*

৬। কিভাবে যীশু কেন্দ্রিক পরিচর্যার মূল নীতিমালা একজন শিক্ষার্থীকে সে বর্তমানে যেখানে রয়েছে সেখান থেকে একজন যুব দলের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গঠন করতে পারে তা আলোচনা করুন। (চিন্তা করুন আপনি তের সপ্তাহ ব্যাপী কতটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন এই নেতৃত্ব দলে অংশ গ্রহণ করে।)

৭। যীশু কেন্দ্রিক পরিচর্যার মূল নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের যুব পরিচর্যার কি মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন?

সেশন ৩

১। আলোচনা করুন: *আপনি কোন কাজটি ভাল করতে পারেন? কিভাবে আপনি তা ভাল করতে শিখেছেন?* (অনুশীলন, সে বিষয় বা কাজটি নিয়ে লেগে থাকা, প্রেরণা, ইত্যাদি)

২। জিজ্ঞাসা করুন: *যীশুকে অনুসরণের বিষয়ে "ভাল" হবার বিষয়ে কি আপনাকে সাহায্য করেছে?*

৩। তিনটি দলে বিভক্ত করুন এবং প্রতিটি দলে একটি করে বাইবেলের অংশ পাঠ করতে নির্ধারণ করে দিন: কলসীয় ১:১৫-১৬; ইব্রীয় ৪:১৫; ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০। সকলে একত্রিত হউন এবং দলে প্রতিবেদন পেশ করতে বলুন যে, আমাদের জীবনের ভার গ্রহণ করার বিষয়ে যীশুর সামর্থ সম্পর্কে তারা কি আবিষ্কার করেছে বা খুঁজে পেয়েছে।

৪। প্রত্যেকে নিরবে নিজে নিজে প্রেরিত ২২:১-১৬ পদ পাঠ করবে। বলুন: *যেমনিভাবে আপনি খ্রীষ্টকে আপনার জীবনের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আপনি এ বিষয়ে কি চিন্তা করেন যে, যদি আপনি যীশুর কাছে জিজ্ঞাসা করেন তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন, "আমি কি করব, প্রভু?"* সকলে একত্রিত হউন এবং সবার উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। একটি দল হিসেবে, পাঠ করুন এবং আলোচনা করুন ফিলীপীয় ২:৯-১১। আলোচনা করুন: *আপনি কি যীশুকে সম্মান এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন?*

৬। এই আলোচনার পরে, বলুন: *কিভাবে আপনি আপনার মাথা নত করতে পারেন এবং আপনার মুখে স্বীকার করতে পারেন যে তিনিই প্রভু?* আপনার এবং যীশুর প্রভুত্বের মাঝে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে কি দাঁড়িয়ে রয়েছে তা লিখুন।

৭। উঠুন এবং দলের প্রত্যেকের কাছে যান। প্রত্যেকের কাছে তাদের বাঁধার কথা সরাসরি মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করুন, ঈশ্বরের কাছে তা স্বীকার করুন। আপনি প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের কাছে উচ্চস্বরে প্রার্থনা করুন যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে। পবিত্র আত্মার সাহায্য যাচঞা করুন যাতে তারা সুস্থ হয় এবং তার জীবনের সেই অংশগুলি পরিপূর্ণ হতে পারে।

সেশন ৪

১। প্রত্যেকের কাছে জানতে চান তাদের বিগত বছরগুলিতে করা মজার এবং অদ্ভুত ধরণের নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা যা তারা কখনোই পূর্ণ করেনি।

২। ব্যাখ্যা করুন: *নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি খুব কমই কার্যকর হয়। এর কারণ হল যখন আমরা "একটি পাতার অপর পাশ উল্টে ধরি" সেখানে দেখি অপর পাশে শুধুই নোংরা। যীশুকে অনুসরণ করা শুধুই "ভাল করা" নয় বরং "নিয়মিত চালিয়ে রাখা"।*

৩। রোমীয় ১২:১-২ পাঠ করুন। একটি দল হিসেবে ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন যে পৌল তাদের জীবনে যীশুকে প্রভুত্ব করার বিষয়ে কি আবেদন জানিয়েছেন।

৪। মথি ১৬:২৪-২৬ পদ পাঠ করুন। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন:

নিজেকে অস্বীকার করা অর্থ কি?

নিজের ক্রুশ তুলিয়া লওয়া অর্থ কি?

যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ কি?

যীশু কি বুঝিয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন, "কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে।"?

সমুদয় জগৎ লাভ করার চেয়ে যীশুকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৫। প্রত্যেককে উৎসাহিত করুন যেন একে একে সকলে তার জীবনে খ্রীষ্টের প্রভুত্ব বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনার অনুরোধ প্রকাশ করে। এটি হয়ত আগের সপ্তাহের মত একই হতে পারে। প্রত্যেকে যেন একে অপরের জন্য এই সকল বিষয় নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্যাপি প্রার্থনা করে। আপনি ইচ্ছা করলে সবার কাছে একটি প্রার্থনার কার্ড বিতরণ করে তাতে তাদের প্রার্থনার অনুরোধ লিখে অপরের সঙ্গে কার্ডটি পরিবর্তন করতে বলতে পারেন। অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন যা দলীয় ভাবে বা ক্ষুদ্র দল হিসেবে সহভাগ করা হয়েছে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য: যদি দেখেন যে কেউ এখনো তার প্রভুত্ব বিষয়ে সংগ্রাম করছে, তবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এই সপ্তাহের ভেতরেই সে বিষয়ে কথা বলার জন্য এবং প্রার্থনা করার জন্য। যদি আপনি মনে করেন যে এই সমস্যাটি আপনার সমাধান করার ক্ষমতার বাইরে, তবে পালককে সুপারিশ করুন যেন তিনি সেই লোকের সঙ্গে কথা বলতে যান এবং প্রার্থনা করেন।

সেশন ৫

১। প্রত্যেককে একটি করে কাগজের থালা দিন এবং কিছু মার্কার কলম দিন। প্রত্যেককে একটি সমন্বিত বা যৌগিক ছবি আঁকতে বলুন সাধারণ/গড় যুব কর্মীদের এবং দলের জন্য সেই আঁকা ছবিটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।

২। যোহন ৮:২৯ পদ পাঠ করুন। কিভাবে লোকেরা যীশুর পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে নেতা হিসেবে তাদের আস্থা গড়ে তুলতে পারেন, তা আলোচনা করুন।

৩। যোহন ১৩:১-১০ পদ পাঠ করুন। জিজ্ঞাসা করুন: *কিভাবে যীশু তাঁর "দাসরূপ নেতৃত্ব" প্রকাশ করেছিলেন? আমরাও কিভাবে ঠিক একই কাজ করতে পারি?*

৪। প্রত্যেককে বলুন যেন তারা আপনার মণ্ডলীর একজন শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন করে এই সপ্তাহে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য। সেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এই সপ্তাহে। সেই সাক্ষাৎ করার সময়ে আপনি ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করুন, যীশু যেমন তাঁর শিষ্যদের প্রতি দাসরূপ নেতৃত্ব দেখিয়েছেন তেমনি আপনিও কিভাবে এই শিক্ষার্থীর প্রতি করতে পারেন তা যেন তিনি শিক্ষা দেন।

৫। প্রত্যেককে ব্যাখ্যা করতে বলুন যে কেন সে ঐ নির্দিষ্ট যুবক/যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেশন ৬

১। প্রত্যেককে বলার সুযোগ দিন যে সে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন নেতা হিসেবে অনুভব করেছে যে সে অপর্যাপ্ত বা অযোগ্য।

২। বলুন: *পিতরেরও অনেক ব্যক্তিগত ও নেতৃত্বের দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তিনি বিশ্বের একজন মহান নেতা হিসেবে গড়ে উঠলেন। আসুন, প্রেরিত ২ অধ্যায়ে বর্ণিত পিতর যীশুকে অস্বীকার করা থেকে শুরু করে একজন শক্তিশালি নেতা হওয়া পর্যন্ত তার রূপান্তরের অগ্রগতি চিহ্নিত করি।* (এক টুকরা কাগজ বা পোস্টার বোর্ড ব্যবহার করুন পিতরের রূপান্তরের একটি তালিকা তৈরী করতে।)

৩। জিজ্ঞাসা : *কখন আপনি মনে করেন যে পিতর হৃদয় থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন? আলোচনা করুন: আপনি কি হৃদয় থেকে অনুপ্রাণিত? কখন তা হয়েছে? কিভাবে হয়েছে?*

৪। বিগতে সেশনে যে আলোচনা হয়েছে চারটি ধাপে যীশুর নেতৃত্ব দানের বিষয়ে তা আবার পুনরালোচনা করুন। জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রতিটি নীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন, *কিভাবে এই নীতি আপনি কাজে প্রয়োগ করতে পারেন?*

৫। প্রত্যেককে বলতে সুযোগ দিন এই সপ্তাহে একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিষয়ে বলার জন্য।

৬। তাদের বর্ণনা করতে দিন যে কিভাবে তারা সেই শিক্ষার্থীদের প্রতি "দাসরূপ নেতা" হতে পারেন। তাদের উৎসাহিত করুন যেন তারা তাদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। জিজ্ঞাসা করুন: *আপনি কি মনে করেন যে কিভাবে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের চারটি পর্যায়ের মাধ্যমে পরিচালিত করতে পারবেন?*

সেশন ৭

১। দলীয় ভাবে উচ্চস্বরে পাঠ করুন ২ তীমথিয় ২:১-২। এই অংশ তাদের প্রত্যেককে আবার পাঠ করতে বলুন এবং শিষ্যত্বের ছয়টি নীতিমালা চিহ্নিত করতে বলুন। এই নীতিমালাগুলি বোর্ডে অথবা পোস্টার কাগজে লিখুন। (একটি কলামে এই নীতিমালাগুলো লিপিবদ্ধ করুন।) পরে প্রতিটি নীতির কেন্দ্রিয় আলোকপাতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। প্রতিটি নীতির পাশে কেন্দ্রিয় আলোকপাতের বিষয়গুলি লিখুন।

২। প্রতিটি নীতিমালা সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন:

"গ্রহণ করছেন"- *আপনার মণ্ডলী একটি অনুগ্রহের পরিবেশে অবস্থিত রয়েছে ? আপনার যুব দল? তা দেখতে কেমন? সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে আপনার কি করা প্রয়োজন?*

"সম্পর্ক" - *ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপনি কোন সহজ উপায় খুঁজবেন? কোন বিষয়টি সবচেয়ে কঠিন? শিষ্য শিক্ষার্থী করার প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় কেন?*

"প্রতিফলন" - *কিভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন? কি ধরণের বাঁধার সম্মুখীন আপনি হতে পারেন?*

"বাস্তবতা"- *আপনি কি এমন একটি সময়ের কথা মনে করতে পারেন যখন আপনি শিক্ষার্থীদের সামনে আপনাকে বা আপনার কথাকে "উড়িয়ে দেওয়া" অনুভব করেছেন? কি ঘটেছিল? আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল? কিভাবে আপনি সেই অভিজ্ঞতাকে ইতিবাচকে ঘুরিয়ে নিতে পারেন? আপনি কি শিক্ষার্থীদের প্রতি স্বচ্ছ এবং ক্ষতিগ্রস্থ হতে ইচ্ছুক?*

"নিয়োগ" - *কেন **F-A-T** শিক্ষার্থীদের নিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ? আপনার জানা মতে কারা **F-A-T** শিক্ষার্থী?*

"পুনঃউৎপাদন" - *যেমনিভাবে আপনি ২ তীমথিয় ২:১-২ পদ অনুসারে শিষ্যত্বের ছয়টি নীতিমালা বিবেচনা করেন, কল্পনা করুন কিভাবে ঈশ্বর শিষ্য শিক্ষার্থীদের জন্য এমন কোন উপায়ে আপনাকে ব্যবহার করতে পারেন যার মাধ্যমে যে প্রজন্ম আগামীতে আসছে তাদের প্রতিও প্রভাব পরবে।*

৩। প্রত্যেককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন: কেন আপনি মনে করেন যে একজন শিষ্য গঠনকারী হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ?

সেশন ৮

১। একসঙ্গে মথি ২৮: ১৮ -২০ পদ পাঠ করুন। পোস্টার কাগজে অথবা বোর্ডে শিষ্য গঠনের চারটি দিক লিখুন।

২। মথি ৯:৩৫-৩৮ পদ পাঠ করে "প্রচার কার্যের" ধাপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। জিজ্ঞাসা করুন: *কিভাবে যীশু তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন "তাহারা ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল?" কিভাবে আপনি এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনা করবেন যেমনি করে যীশু বিস্তর লোক দেখে তিনি তুলনা করেছিলেন?*

৩। চাকা চিত্রটি দেখার মাধ্যমে "প্রতিষ্ঠা" ধাপ নিয়ে আলোচনা করুন। জিজ্ঞাসা করুন: *কেন এই প্রতিটি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ? কিভাবে আমরাও ঠিক একই ধাপগুলি ব্যবহার করতে পারি শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস যীশু খ্রীষ্টের প্রতি গড়ে তুলতে?*

৪। দুই দলে বিভক্ত করে "কাজের জন্য সুসজ্জিত" করার ধাপগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন। একটি দল গবেষণা করবে ১ থিষলনীকীয় ১:৪-১০। তাদের বিশ্বাদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দ্বিতীয় দল গবেষণা করবে ১ থিষলনীকীয় ২:৪-১২। দেখুন পৌল কিভাবে তাদের বিশ্বাসে সুসজ্জিত বা পরিপক্ক হতে সাহায্য করেছে।

৫। "প্রসারিত করা"র ধাপ সম্পর্কে আলোচনা করুন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে: *এই সিড়ির ধাপ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শিষ্যত্বে পরিচালিত করার মাধ্যমে আপনার যুব দলে কি প্রভাব পরবে বলে আপনি মনে করেন?*

সেশন ৯

১। দুটি দলে বিভক্ত করুন একটি দলে বয়স্ক নেতা এবং অন্য দলে যুব নেতা সহ। উভয় দলকেই একটি ছোট্ট নাটিকা প্রস্তুত করে আসতে বলুন যে, যখন তারা হাইস্কুলে পড়ত, তখন তাদের জীবনটা কেমন ছিল। প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ৫-১০ মিনিট সময় দিন। তাদের যা কিছু রয়েছে তা দিয়েই সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করুন। প্রতিটি নাটিকা কমপক্ষে দুই মিনিটের হতে হবে।

২। ঐ দুই দলকেই আবার বলুন একটি লিখিত সংজ্ঞা নিয়ে আসতে "সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ"-এর অর্থ কি? সকলকে একসঙ্গে যুক্ত করুন এবং প্রতিটি দলকে তাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে দিন।

৩। এই সেশনের কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে একজনকে নিযুক্ত করুন। (দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯-৪০)

৪। প্রত্যেককে অনুরোধ করুন তাদের স্কুল থেকে একটি বাৎসরিক বই, ক্যালেন্ডার এবং একটি স্কুলের সংবাদপত্র আনার জন্য, যেখানে তারা পড়াশুনা করেছে। পরবর্তী সেশনে এগুলি নিয়ে আসতে বলুন।

৫। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য এবং সেই সব স্কুল যেখানে তারা পড়াশুনা করেছে-তাদের জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করুন।

সেশন ১০

১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলুন পাঁচটি গুণাবলীর তালিকা প্রস্তুত করতে যার মাধ্যমে সে আজকের শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারে।

২। আলোচনা করুন: *তরুণ সমাজকে জানার সম্পর্কে কোন বিষয়টি আপনার জন্য সবচেয়ে ভীতিজনক?*

৩। সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশের যে কোন একটি উপাদান প্রত্যেককে মনোনয়ন করতে বলুন যা করা তার কাছে সবচেয়ে কঠিনতম বলে মনে হয়। কোনটি তাদের কাছে করা সবচেয়ে সহজ বলে মনে হয়?

৪। স্কুল থেকে সংগ্রহিত জিনিষগুলি (স্কুলের বাৎসরিক বই, ক্যালেন্ডার এবং একটি স্কুলের সংবাদপত্র) একত্রে যুক্ত করে আপনার এলাকার স্কুল সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করুন। (ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দল যাতে একটি স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

৫। জিজ্ঞাসা করুন: *অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে জানার জন্য আপনার কোন পদক্ষেপটি প্রথমে গ্রহণ করতে হবে?*

প্রত্যেককে বর্ণনা করতে বলুন যে, সে এই সপ্তাহে কোন পদক্ষেপটি গ্রহণ করবে।

৬। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একজন করে অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের নাম বলতে বলুন যার কাছে তারা পৌঁছতে পারবে। যে কোন একটি কার্যক্রম সম্পর্কে মনস্থ করুন যার মাধ্যমে সে ঐ অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীর জীবনে প্রবেশ করতে বা সংযুক্ত হতে পারবে।

সেশন ১১

১। আলোচনা করুন: *বর্তমানের শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে, শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কি পছন্দ করে?*

২। আলোচনা করুন: *আমরা কি সেই বিষয়গুলিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারি যাতে তারা খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক বর্হিনাগালে প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করতে পারে?*

৩। আলোচনা করুন: *কোন বিষয়গুলি আমাদের পরিবর্তন করতে হবে সত্যিকারে (যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার) যোগাযোগের জন্য যাতে জাগতিক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পারা যায়?*

৪। আলোচনা করুন: *আপনার মণ্ডলী এবং আপনার যুব পরিচর্যার নেতৃত্ব কি এই কাজ করার জন্য প্রস্তুত?*

৫। জিজ্ঞাসা করুন: *আরো চমকপ্রদভাবে যীশু খ্রীষ্টকে উপস্থাপনের জন্য বর্তমানের কাঠামোকে আরো কি পরিবর্তন করা আমাদের প্রয়োজন? এই পরিবর্তন সাধনের জন্য যুব নেতা হিসেবে আমাদের কি পদক্ষেপ নিতে হবে?*

৬। গঠনকারী ব্লকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন যা বর্হিনাগালে প্রচার কার্যক্রমের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, (৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। প্রত্যেকের জন্য, এই করণীয় কার্যক্রমের জন্য আপনার মণ্ডলী কতটা সচেষ্ট তা মূল্যায়ন করুন।

সেশন ১২

১। দলে সবার জন্য ইফিষীয় ৪:১১-১৬ পদ জোড়ে পাঠ করুন। আলোচনা করুন: *পৌল এই পদে যা বর্ণনা করেছেন, আমরা কি সে কাজ করার জন্য প্রস্তুত? যদি না হই, তবে আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য কি করা প্রয়োজন?*

২। প্রত্যেককে আলোচনা করতে সুযোগ দিন তার "ব্যক্তিগত কার্যপরিকল্পনা" সম্পর্কে যে, কিভাবে যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা অনুশীলন করা যায়। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ বা প্রত্যাদেশ জানান সেই সব বিষয়গুলিতে যেখানে তারা ব্যবহারিক বা নির্দিষ্ট নয়। শুরু করার জন্য তাদের প্রথমে দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলুন।

৩। আপনার যুব পরিচর্যার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করুন কার্যপরিকল্পনা প্রশ্ন # ৩ উত্তরের মাধ্যমে। (৫১-৫২ পৃষ্ঠা দেখুন)

৪। যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার বিভিন্ন দিকগুলি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দলীয় ভাবে আলোচনার করে মূল্যায়ন করুন: *আমরা এখন কোথায় আছি?* এবং *আমাদের কোথায় থাকা প্রয়োজন?*

৫। সম্পূর্ণ দলকে অংশগ্রহণে যুক্ত করুন, মণ্ডলীর যুব পরিচর্যা নিয়ে তাদের কি দর্শন রয়েছে তা বর্ণনা করতে বলুন।

৬। দলীয়ভাবে প্রার্থনায় সে বিষয়ে তুলে ধরুন। এই সপ্তাহে প্রতিদিন এ বিষয়ে প্রার্থনা করতে বলুন।

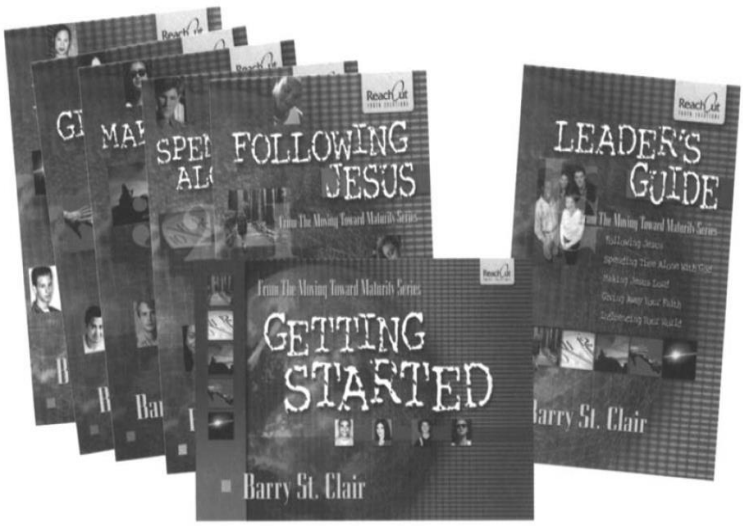

পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর সিরিজ- হল ৬টি বইয়ের একটি প্রগতিশীল শিষ্যত্বের সিরিজ যা শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টেতে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

শুরু হতে যাচ্ছে - এর মাধ্যমে নতুন বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পথ চলা শুরু করতে পারে।

যীশুকে অনুসরণ - খ্রীষ্টের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন - শিক্ষার্থীদের অর্থপূর্ণ ভক্তিমূলক জীবনের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

যীশুকে প্রভু গঠন করা - শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ জানায় যেন তারা যীশুর আনুগত্য হয় এবং তারা প্রতি দিন যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ভার তাঁর উপর অর্পণ করে।

আপনার বিশ্বাস দূরে সরিয়ে রাখুন - একটি ইচ্ছা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেয় যেন তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সহভাগ করতে পারে।

আপনার পৃথিবীকে প্রভাবিত করুন - শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে যেন তারা মণ্ডলীতে এবং স্কুলে এক একজন দাসরূপ নেতা হতে পারে।

পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর পরিচালক গাইড- এই বইটি পরিচালকদের সঙ্গে তথ্যাবলি এবং আলোচনার বিষয়সমূহ প্রদান করে যা একটি শিষ্যদলকে সফলভাবে পরিচালনা দান করবে। এই নেতৃত্বের তথ্যাবলি ৬টি বই সমৃদ্ধ একটি সিরিজ।

এই বইগুলি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি পেতে:

ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করুন: ১-৮০০-৪৭৩-৯৪৫৬ অথবা অনলাইনে: www.reach-out.org

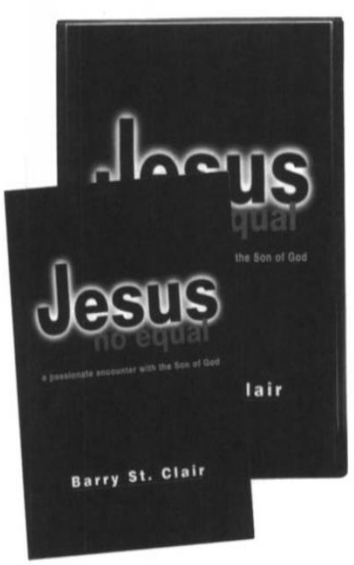

যীশুর মত কেউ নেই

একটি আবেগপূর্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে পুত্রের- শিক্ষার্থীদের জন্য এই উপাসনামূলক বইটি একটি গভীর সাক্ষাতের সৃষ্টি করবে যীশুর সঙ্গে যা ইঙ্গিত প্রদান করবে খ্রীষ্টের আগমন, তাঁর জন্ম, জীবন, পরিচর্যা, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে। এই বইয়ের চ্যালেঞ্জ হল কমপক্ষে ২০ মিনিট প্রতিদিন যীশুকে অনুসন্ধানের জন্য সময় যাপন করতে হবে। তারা যীশুকে জানতে শিখবে যে সত্যিকারে তিনি কে এবং তাঁকে আরো গভীরভাবে অনুসরণ করতে শিখবে। ঈশ্বরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ তাদের আরো উৎসাহ সৃষ্টি করবে যাতে তারা তাদের স্কুলে সুসমাচার নিয়ে যেতে পারে যে যীশুর মত আর কেহ নাই। এই বইটি তথ্যসম্ভার থেকেও বেশি কিছু। এটি হল একটি প্রচারণা যেন নতুন প্রজন্ম তাদের জীবনে যীশুকে কেন্দ্র বিন্দুতে রাখতে পারে।

যীশুর মত কেহ নাই পরিচালকদের নির্দেশিকা- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাসনায় যীশুর মত কেউ নাই বইটি ব্যবহারের জন্য। এই ৬টি বই সমৃদ্ধ পরিচালকদের নির্দেশনা হল একটি গভীরভাবে শিষ্যত্বের তথ্য সম্ভার যা শিক্ষার্থীদের সুসজ্জিত করতে ও গভীরভাবে জানতে এবং যীশুর সঙ্গে পথ চলতে সাহায্য করবে যেমনিভাবে তারা তাঁকে অনুসন্ধান করবে। এটি আপনি বিভিন্ন বিন্যাসে ব্যবহার করতে পারেন।

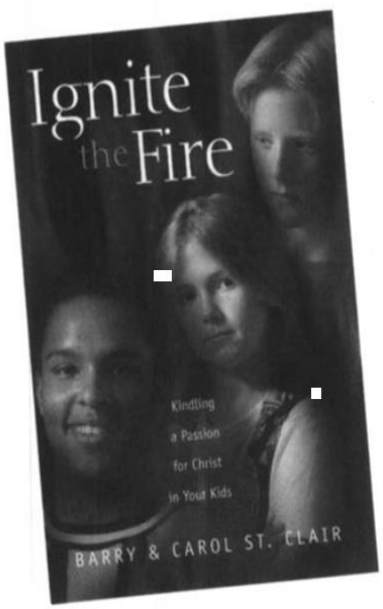

অগ্নি প্রজ্জলিত করা

আপনার শিশুদের মাঝে খ্রীষ্টের জন্য আবেগ বৃদ্ধি করতে- ব্যারি এবং ক্যারোল সেন্ট ক্লেইর চারজন শিশুকে গঠন করে বৃদ্ধি করেছে যারা হল এই বইয়ের বার্তার জীবন্ত প্রমাণ। এই বইটিতে যে সব পরিস্থিতি দেওয়া রয়েছে তার অস্তিত্ব হল- একটি দম্পত্তি যারা একে অপরকে ভালোবাসত, বাবা-মায়েরা যীশুকে তাদের পরিবারের কেন্দ্রে রাখত, শিশুরা প্রেম ও শৃঙ্খলা তাদের আচরণে প্রকাশ করত এবং তাদের মা মারা গিয়েছে যখন এই বইটি লেখা চলছিল। অধিকাংশ বাবা-মায়েরা প্রশ্ন করেন: "কি করে সাহায্য করতে পারি শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে?" এই ***অগ্নি প্রজ্জলিত করা*** বইটিতে ব্যারি এবং ক্যারল একটি আরও ভাল প্রশ্ন পরামর্শ দিয়েছেন: "কিভাবে শিশুদের সাহায্য করতে পারি যীশুকে আরো ভালবাসতে?" এই বইটি বাইবেলের ১০টি আচরণ প্রদর্শন করে যা বাবা-মাকে সাহায্য করবে শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে যীশুকে অনুধাবন করার জন্য।

এই বইগুলি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি পেতে:
ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করুন: ১-৮০০-৪৭৩-৯৪৫৬ অথবা অনলাইনে: www.reach-out.org

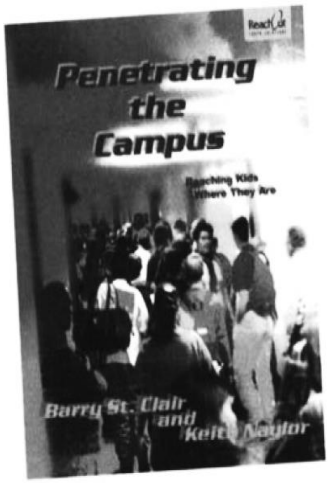

ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ

কিভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাব যেখানে তারা আছে- বইটি সাজানো হয়েছে যুব পরিচালকদের শিখানোর জন্য যে কিভাবে তারা তাদের মাঠে বসেই তরুণদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে, এই বইটি পরিচালকদের সাহায্য করবে অ-বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের বুঝতে যেমনিভাবে তারা মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় কৈশোর এবং জীবনের মধ্যভাগে স্কুল অথবা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ক্যাম্পাসেই। ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ বইয়ের ভেতরে, ব্যারি সেন্ট ক্লেইর এবং সহ-লেখক কেইথ নেইলর, একজন দক্ষ যুব নেতা, যুব পালক এবং নেতাদের গভীরভাবে ব্যবহারিক উপদেশ দিয়েছেন যেন তারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের কাছে ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করতে শেখায় এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শেখায়। এই বইটি যুব পরিচালকদের একটি সেতু বন্ধন করতে সাহায্য করে মণ্ডলীর পরিচর্যা এবং জনসাধারণের স্কুল ক্যাম্পাসের মাঝের খালি জায়গাটিতে- সম্ভবতঃ আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র হল আমেরিকা।

চুম্বকের প্রভাব

এই চুম্বকের প্রভাব বই এবং ভিডিওতে, ব্যারি সেন্ট ক্লেইর দল সঙ্গে উইলো ক্রিক যুব পরিচর্যা দল যুব পরিচালকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যাতে তারা একটি অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করে, যার মাধ্যমে অ-বিশ্বাসী শিক্ষার্থীরা খ্রীষ্টের দিকে ধাবিত হয়। চুম্বকের প্রভাব ভিডিওতে এক অপূর্ব বর্হিনাগাল কার্যক্রম উপস্থাপন করেছে। এই সেটটি হল একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার যুব পরিচর্যার জন্য যা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছতে চায়।

যীশু-কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

এই যীশু কেন্দ্রিক পদ্ধতি যুব পরিচর্যায় একটি শক্তিশালি প্রার্থনার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরে ৫টি বিশেষ নীতিমালার উপর সেই পরিবেশটি গঠিত হয়ে থাকে। মণ্ডলী ভিত্তিক এবং ক্যাম্পাস ভিত্তিক এই পদ্ধতিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর যীশু যে নীতিমালাগুলো তাঁর পরিচর্যা কাজে ব্যবহার করেছেন সে অনুসারে প্রদান করে:

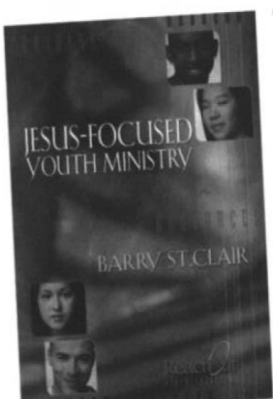

খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ– কিভাবে আপনি যীশুর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং কিভাবে তা অপরের কাছে প্রতিফলিত করবেন?

নেতৃত্ব গঠন- কিভাবে আপনি দীর্ঘমেয়াদের জন্য যোগ্য নেতা গঠন করবেন?

শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণ- কিভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের শিষ্য করবেন যাতে তারা আত্মিক আবেগ প্রাপ্ত হয় এবং তাদের বন্ধুদের কাছে একজন আধ্যাত্মিক প্রভাবকারী/উৎসাহ প্রদানকারী হতে পারে?

সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ- কিভাবে আপনি আপনার নেতাদের এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করবেন যাতে তারা শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করতে পারে?

বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি- কিভাবে আপনি বর্হিনাগালের সুযোগ সাজাবেন আপনার শিক্ষার্থীদের জন্য যাতে তারা অ-বিশ্বাসী বন্ধুদের কাছে পৌঁছতে পারে?

এই বইগুলি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি পেতে:
ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করুন: ১-৮০০-৪৭৩-৯৪৫৬ অথবা অনলাইনে: www.reach-out.org

ড. ব্যারি সেন্ট ক্লেইর-এর বাসনা এই যে তিনি যত সম্ভব তত তরুণ/তরুণীদের যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে গঠন করবেন। বর্হিনাগাল যুব সমাধানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে, ব্যারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব পরিচর্যার নেতৃ স্থানীয় প্রান্তে বাস ছিলেন। তিনি প্রতি বছর যুক্তরাস্ট্রে ও বিশ্ব জুড়ে হাজারও শিক্ষার্থী, বাবা-মা এবং যুব নেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ব্যারি, ২০টিরও বেশি বইয়ের লেখক, তিনি তার প্রয়াত স্ত্রী ক্যারোল জীবিত অবস্থায় অগ্নি প্রজ্জলিত করা: আপনার শিশুদের মাঝে খ্রীষ্টের জন্য আবেগ বৃদ্ধি করা- বইটি লিখেছেন। ব্যারি বোস্টনে ম্যারাথন দৌড়িয়েছেন এবং তিন নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে জাতীয় বাস্কেট বল দলে খেলেছেন। ব্যারি এবং তার স্ত্রী লনা আটলান্টায় বাস করেন এবং তাদের যৌথ পরিবারের ৮ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে।

বর্হিনাগালে যুব সমাধান ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারি সেন্ট ক্লেইর, যাতে মণ্ডলীর মাধ্যমে নেতাদের সুপ্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা কার্যক্রম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে। তারা প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং অভিনব ও সাম্প্রতিক তথ্যাবলি প্রদান করে শিক্ষার্থী, বাবা-মা, স্বেচ্ছাসেবী ও যুব পালকদের জন্য। বর্হিনাগালে যুব সমাধান প্রতিষ্ঠা করেছে যুব পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সারা বিশ্ব জুড়ে, ইউরোপ, রাশিয়া, মেক্সিকো এবং মিশরের মত বিভিন্ন দেশে। আরো বিস্তারিত জানবার জন্য "বর্হিনাগালে যুব সমাধানের" সঙ্গে যোগাযোগ করুন: info@reach-out.org, ভ্রমন করুন এই ওয়েব সাইটে: www.reach-out.org অথবা আমাদের ফোন করুন: ১-৮০০-৪৭৩-৯৪৫৬।

বর্হিনাগালে
যুব সমাধান